প্রথম স্বজ - সন্তর

স্মৃতকথা

আদি

¶
আদিত সমস্ত সংশয়র উর্দ্ধ সই পরমশ্বর , ব্রহ্ম ছিলা। স অনাদি,অন্তহীন , কালহীন , অজর মহাচতন ।
¶
তার মধ্য নিয়তই লয়-প্রলয় হায় চলছ । স হালা খয়ালী , পরমদয়ালু ও গুনী ।
¶
স হালা সমস্ত নিরাকারর আদি ও শুরু ।
¶
সই নিরাকারর থক প্রথম সৃষ্টি হালা এক জ্যাতির্কূন্ড । স বললা যা হব সব এর থকই হব ।তাই হালা ।
¶
সই জ্যাতির্কূন্ড থক স বিচ্ছিন্ন কার দিলা অনকগুলা জ্বলন্ত কূন্ড । স বললা তারা তার চারপাশ ঘুরব ।তাই হালা ।
¶
স বললা নির্বাপিতা হাক সই ঘূর্ণায়মান জ্যাতির্কূন্ডগুলি ।তাই হালা ।
¶
স বললা কন্দ্রর এই জ্যাতির্কূন্ডক সবাই সূর্য্য বাল জানব ও ধরিত্রীর সবকিছুর উৎস বাল পূজা কারব ।তাই হালা ।
¶
স বললা সমস্ত বিশ্বর নিরাকার জুড় অন্ধকার পথ নির্দশর জন্য মাঝ মাঝ সৃষ্টি হাক আরও সব জ্যাতির্কূন্ড ।তাই হালা । সবকিছু ভর উঠলা তারায় ।
¶

স বললা সূর্য্যর থক বিচ্ছিন্ন একটি অংশ ঠান্ডা হায় স্বর্গ ও মর্ত্ত হাক ।তাই - হালা ।

¶

স বললা স্বর্গ ও মর্ত্তর মাঝখান নিরাকার হাক। জগৎ আকার ও নিরাকার বিভক্ত হাক ।তাই হালা ।

¶

স বললা মর্ত্তধামর উপর ঘূর্ণায়মান বাস্প ঠান্ডা হায় প্রবল বর্ষণ হাক।তাই হা-লা ।

¶

স বললা বর্ষণ শষ জল ও স্থল হাক আর তাদর উপর নিরাকার বিরাজ করুক । তাই হালা।

¶

স বললা মর্ত্তধামর আকাশ সূর্য্য হতু দিন ও রাত্রি হাক।তাই হালা।

¶

স বললা রাত্রির দিনগুলির আর্ধক আলাকিত হওয়ার জন্য মর্ত্তধামর আকাশ চাঁদ প্রদক্ষিণ করুক।তাই হালা।

¶

স বললা আর অন্ধকার রাত্রিগুলিত জ্যাতির্কূন্ডগুলি ঘির আকাশ অনক মন্ডল রচিত হাক। তাই হালা।

¶

স বললা বর্ষণর জলধারণকারী সমুদ্র মন্থিত হাক ও প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হাক । তাই হালা।

¶

স বললা মর্ত্তধাম এবার দিনরাত্রির চক্রর মত জীবন-চক্র হাক।তাই হালা।

¶

স বললা প্রাণ স্থানু হাক ও অস্থানু হাক।তাই হালা।

¶

স বললা জল ও স্থল স্থানু প্রকাশ হিসাব মর্ত্তধাম সবুজ ও না-সবুজ গাছপালা,

লতাগুল্ম ও তৃণরাজীত ভর উঠুক।তাই হালা।

¶

স বললা গাছপালায় বসবাসকারী পাকামাকড় ও অন্যসব প্রানীরা সৃষ্টি - হাক।তাই হালা ।

¶

স বললা মর্ত্তধামর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড় তৃণ ও গুল্মভাজী প্রানীকূল বিচরণ করুক ও তাদর মধ্য গাভীকূল পূজিত হাক।তাই হালা।

¶

স বললা মর্ত্তধাম ইদুঁর ও মার্জার জাতীয় প্রানীরা সৃষ্টি হাক।তাই হালা।

¶

স বললা মর্ত্তধাম হিংস্র ও ভয়াল, শয়তানর প্রতিভূ বন্য ও মাংসাশী সব প্রানীরা সৃষ্টি হাক ।তাই হালা।

¶

স বললা মর্ত্তধাম শয়তানর প্রতিভূ ও সহচর , ভয়াবহ সরীসৃপরা সৃষ্টি - হাক।তাই হালা।

¶

স বললা মর্ত্তধাম ফলভক্ষণকারী , মধুর স্বররর অধিকারী পবিত্র পক্ষীকূল সৃষ্টি - হাক ।তাই হালা।

¶

স বললা, আমার অন্যতম প্রিয় ,তীক্ষ্নদৃষ্টি ও বিশাল ডানার পাখিরা সৃষ্টি হাক ও সারাদিন মর্ত্তধামর আকাশ চক্রাকার ঘুরত থাকুক ।তাই হালা।

¶

স বললা বানরাদি সব প্রানীরা সৃষ্টি হাক ও তাদর বিশষ মর্যাদা হাক ।তাই - হালা ।

¶

স বললা সবার মধ্য নারী ও পুরুষ সত্ত্বা হাক ও মিলনর আকাঙ্খা হাক । তাই হালা।

¶
স বললা তাদর মধ্য জন্ম ও মৃত্যু হাক। মিলন সন্তান হাক । তাদর মধ্য আবারও মিলন হাক।তাই হালা ।
¶
স বললা তাদর মধ্য আমি আত্মা হিসাব থাকত চাই । তাই হালা।
¶
স বললা আমি তাদর স্বপ্নর মধ্য তাদর সুখ ,দুঃখ জানত চাই ; তাদর জগ-তর লীলায় পথ দখাত চাই ।অতএব আমার এক স্বপ্নদূত, ভার্হূদ হাক।তাই -হালা।
¶
ভার্হূদ বললা তারপর পরমশ্বর এই চরমমুহূর্তগুলির সৃষ্টিত লীলার সম্ভাবনা না থাকায় এ'ত অতৃপ্ত হায় স্বর্গ নারী ও পুরুষ সত্ত্বাদর সৃষ্টি কারলা ।
¶
স তাদরক বাললা তামাদর লজ্জা ও ভয় হাক । তাই হালা।
¶
স বাললা তামরা স্বর্গর নিয়মানুযায়ী অমর সত্ত্বা-যুগল-সব,নিজদর মধ্য মিলন ছাড়া অনন্তকাল স্বর্গবাসী হাত পারা।আর যদি জীবনর লীলায় অংশগ্রহণ কার-ত চাও তব জন্মমৃত্যুর খয়াল আজীবন রত হব।তারা তাই চাইলা । অতএব মর্ত্ত মানুষ সৃষ্টি হালা ।
¶
স বাললা স্বর্গ নিষিদ্ধ মিলনর মধ্য দিয় তারা মর্ত্তলাক পতিত হাক ; পুরুষ সত্ত্বারা ঋষি নাম আর নারী সত্ত্বারা উর্বশী নাম । তাই হালা। মর্ত্ত মানুষ সৃষ্টি হালা ।
¶
স বাললা ঋষিদর থক গাত্রগুলির উৎপত্তি হাক ।তাই হালা।
¶
স বাললা যহতু তারা সুরলাকর প্রানী তাই তারা জগতর সমস্ত শস্য , প্রানী ও ভূমির অধীশ্বর হাক।তাই হালা।মর্ত্ত মানুষ সৃষ্টি হালা ।

¶
স বাললা ,এই স্বর্গীয় পরম ক্ষণগুলির পর থক সবকিছুই মানুষর নিয়মানুযায়ী ও সময়ানুযায়ী লিপিবদ্ধ হাক এবং আমার স্বপ্নদূত ভার্হূদ স্বপ্নর মধ্য , যারা আমার অনুরাগী বা আমার সম্বন্ধ অজ্ঞান ,তাদর সবাইকই পথ দখিয় দিক।তাই হালা।মর্ত্তধাম মানুষ সৃষ্টি হালা।

¶
ভার্হূদ বাললা অতএব এইভাব পরমশ্বর, ব্রহ্ম মর্ত্তধাম ও সমগ্র চরাচর রূপ থ-ক রূপান্তর গুনীরূপ লীলা কারত থাকলা ।স হালা আদি,পরমদয়ালু, খয়ালী , গুনী ও মহাচতন।

¶
স বাললা সৃষ্টির সমস্তকিছুর মধ্য পবিত্র পক্ষীকূলছাড়া মানুষই একমাত্র গুনী ।তার স্বপ্নর মধ্য ভার্হূদ আবির্ভূত হায় অতএব তার কাছ সব প্রকাশিত করুক।আর স যখন ছাটাশিশু তখন তার স্বপ্ন ,দয়ালায় আবির্ভূত হায় ,ভার্হূদ তার কাছ বায় আনুক সৃষ্টির প্রথম প্রকাশগুলি।তাই হালা।মর্ত্তধাম মানুষ সৃষ্টি - হালা।

¶
স বাললা আর তাই তার আত্মপরিচয়র জন্য তার কানা নাম হাক।আর তাই হালা। ভার্হূদ তার স্বপ্ন আরিবান স্বজ* এই শব্দদুটি সৃষ্টি কারলা এবং স - বাললা অতএব একটি অন্তত গাষ্ঠী কয়কশত বছরর কঠিন নির্যাতন সহ্য কা-রও এই সব রক্ষা ও ধারন কারব ও সমস্ত অপবাদ থক মুক্ত হায় নমঃস্বজ - বাল পরিচিত হব । তাই হালা । মর্ত্ত মানুষ সৃষ্টি হালা ।

¶
স বাললা আর তাই এরপর থক অন্য য কানা গাষ্ঠী যারা তাদর স্বর্গীয় অভিধানর জন্য অন্তত শতবৎসর সাধনায় রত হব ,তাদরও কানা নাম আদিষ্ট হব ।কিন্তু সবাই যহতু তার সন্তান অতএব তারা সবাই পরমশ্বর ব্রহ্ম কতৃক আদিষ্ট হায় ‘বিভাস’ তৈরী কারব ও ভার্হূদী বাল পরিচিত হব ।অতএব তাই হব।তাই হালা। মর্ত্ত মানুষ
সৃষ্টি হালা।

মধ্য

¶
ভার্হূদ বাললা অতপর আদিমানব ও মানবীদর থক বিভিন্ন উপজাতিগুলির ও তাদর অসংখ্য গাষ্ঠীগুলির উৎপত্তি হাক ।তাই হালা।

¶
ভার্হূদ বাললা অতপর পরমশ্বর চাইলা তাদর মধ্য গাষ্ঠীগুলি থক গাষ্ঠী পরিবার হাক । অতএব তাই হালা।

¶
ভার্হূদ বাললা অতপর পরমশ্বর চাইলা ভার্হূদ স্বপ্নর মধ্য তাক প্রকাশিত করুক।তাই হালা।

¶
ভার্হূদ বাললা কিন্তু চিহ্ন ও ভাষার অভাব একজন আরকজনক তা প্রকাশ - কারত পারলা না।আর তাই গাষ্ঠী পরিবার হওয়া সত্ত্বও পরমশ্বরর লীলা তারা প্রকাশ কারত পারলা না।

¶
ভার্হূদ বাললা অতএব তারা কাম, ক্ষুধা ,তৃষা ও লালসার বশবর্তী হায় জীবন-যাপন কারত থাকলা।

¶
ভার্হূদ বাললা অতএব পরমশ্বর ব্রহ্ম তাদর মধ্য তার প্রতি ভয় ও বিশ্বাশ জাগিয় তালবার জন্য প্রকৃতিত প্রলয়গুলিত আশ্রয় গ্রহণ কারলা।

¶
ভার্হূদ বাললা আর পরমশ্বর সই প্রলয় থক প্রানীকূল রক্ষা করবার জন্য সুর-লাক থক বিভিন্ন পুরুষ ও নারীক আলাকপ্রাপ্ত কারলা।মানুষ যাত চিনত পার তাই তাদর সাথ থাকলা একটি বৃণহ ।

¶
ভার্হূদ বাললা অতএব পরমশ্বর ব্রহ্ম তাদর রক্ষা করবার পর তাদর মধ্য ‘বিভাস’এর প্রয়াজন অনুভব করানার জন্য অনাবৃষ্টি ও শস্যহীনতা সৃষ্টি কারলা

¶

ভার্হূদ বাললা অতপর প্রলয় থক রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষরা তাদর মধ্য ‘বিভাস’ তৈরী কারলা ও নিজরা যৌথ কাম, ক্ষুধা ও তৃষার জীবন মগ্ন হালা।

(শয়তান)

¶

ভার্হূদ বাললা জীবদহর মধ্য দিয় সৃষ্টির মূলক প্রকাশ করবার গতিশীলতার জন্য পরমশ্বর শয়তানক পৃথিবীত নিয় এলা : আলাদা কানা সত্ত্বা হিসাব নয় , প্রত্যক সত্ত্বাই হালা তিনটি মূল সত্ত্বার মিলিত রূপ। দবসত্ত্বা বা স্বর্গীয় সত্ত্বা (এর সহচর শয়তান সত্ত্বা স্বৈরাচারী) , দানব সত্ত্বা বা অতিমানবীয় সত্ত্বা (এর সহচর শয়তান সত্ত্বা ধ্বংসকারী) এবং মানব সত্ত্বা বা মানবীয় সত্ত্বা (এর সহচর শয়তান সত্ত্বা লাভী ,ক্রর , প্রতারক ও লুণ্ঠনকারী) ।

¶

ভার্হূদ বাললা কারুর কারুর ক্ষত্র স পুরাপুরি শয়তান পরিবর্তিত হব ।অতএব তাই হালা ।তাই হব।

¶

ভার্হূদ বাললা এছাড়াও সত্ত্বার মধ্য এলা অজস্র প্রলাভন আর স্বর্গীয় শয়তান সত্ত্বারা।

¶

ভার্হূদ বাললা অতএব পরমশ্বর চাইলা কর্ম সম্পাদনর পরই কারুর সুরলাক অবস্থান হাক ।সুরলাক এক অনন্তদশ।সখান সবারই সমান জায়গা আছ ।অতএব তাই হব।

¶

ভার্হূদ বাললা পরমশ্বর চাইলা, তাদর নিজদর মধ্য,যারা একই ভাষা ব্যবহার কর তাদর মধ্য যন কানা ভদ না থাক।পরমশ্বর ব্রহ্ম চাইলা লীলার প্রয়াজন বিভিন্নতা থাকুক।এই বিভিন্নতা তার বৈচিত্র্য ও সৃষ্টির উৎস হাক।অতএব তাই’ই হব।

¶

ভার্হূদ বাললা শয়তানর প্রভাব তারা উচু-নীচু,ছাটা-বড়া,ভালা-মন্দর বিচার প্রবৃত্ত হাল , ব্রহ্ম চাইলা,যারা গুনর বিকাশ ছাড়াই নিজক গুনী বল ও যারা

অন্যদর গুনর বিকাশর সুযাগ দিত অস্বীকার কারব তারা ক্রমশ লুপ্ত ও ধ্বংস হাক।অতএব তাই হব।

¶

ভার্হূদ বাললা শয়তানর প্রভাব যারা ভদাভদ জ্ঞান কর সাময়িকভাব লাভ - কারব শষ পর্যন্ত তারা ধ্বংস হাক।অতএব তাই হব।

¶

ভার্হূদ বাললা ,স বললা অতএব তারা সবকিছুর উপর অনুভব করব প্রম , মৈত্রী ও ভালবাসা ।তাই'ই হব।

¶

ভার্হূদ বাললা ,অতএব পরমশ্বর ব্রহ্মর লীলা যাত তারা বুঝত পার তাই মানুষর জীবন শয়তানর প্রভাব এমন অনুভব হব য তারা নিজদরক অন্য প্রানীকূলর সাথ তুলনা কারব , অন্য আকারগুলিক সার বল মন কারব ও পরমশ্বরক অস্বীকার কারব।

¶

ভার্হূদ বাললা অতএব স পরমশ্বর ব্রহ্মর ইচ্ছায় স্বপ্ন আবির্ভূত হায় তাক সতর্ক কারব এবং মহাচতনর অমৃতর কথা শানাব।

¶

ভার্হূদ বাললা ,তবু যদি কউ শয়তানর প্রভাব বিপথগামী হয় তব স'ও পরমশ্বর ব্রহ্মর ইচ্ছায়, শয়তান হিসাব অভিশাপগ্রস্ত হব কননা স অন্যক বিপথগামী কারব ও মানুষর ও সৃষ্টির বুক বিষাদ ডক আনব।

¶

ভার্হূদ বাললা ,পরমশ্বরর লীলায় ,শয়তানর (বা মায়ার) প্রভাব, মানুষ লাভ ও পাপর বশবর্তী হায় ,মিলনর সম্পর্কক শরীরর প্রাধান্য দিয় কলুষিত কারব আর নিজর গুনর প্রকাশর পথ বন্ধ কার দব।

¶

ভার্হূদ বাললা ,পরমশ্বর ব্রহ্মর ইচ্ছায় , শয়তানর প্রভাব পড়ামাত্রই ভার্হূদ তার স্বপ্ন আবির্ভূত হায় তার মধ্য দ্বিধা জাগিয় তুলব ;প্রতিমুহূর্ত স্নহভর সরিয় দব সই পথ থক ।কিন্তু তথাপি যদি কউ শয়তানর বশবর্তী হয় তব সুরলাক তার

জায়গা হব শয়তানর সাথ, তাক ত্রাণ করা হব অথবা চরম শাস্তি পাব স।
¶
ভার্হূদ বাললা ,অতএব পরমশ্বরর লীলায় শয়তানর প্রভাব এড়িয় য সাধনা , তার চাইত নিবিড় সাধনা হয়না ।সইজন্য , পরমশ্বর ব্রহ্ম চাইলা মানুষ যন শয়তানর প্রভাব জয় কারত কারতই সাধনার চরম সিদ্ধিত পীছয় । অতএব তাই হব ।

অন্ত

¶
ভার্হূদ বাললা ,অতপর শয়তান তাদর জীবনর অধিকার নিয় ,তাদরক সম্পূর্ণ কলুষিত কার ফললা ।আর মানুষ শয়তানর বশবর্তী হায়, কাম ,ক্ষুধা , তৃষা ,প্রতিহিংসা ,লাভ ও ঈর্ষার ভয়াবহ জীবন কাটাত থাকলা ; তার সবকিছু হায় উঠলা শয়তানর আখড়া ;তার স্বপ্নদর্শন হায় উঠল মতিভ্রংশরূপ বাতুলতা।
¶
ভার্হূদ বাললা ,অতপর পরমশ্বর ব্রহ্ম তাক দিয় স্বপ্ন তাদরক সতর্কিত কারলা ।

¶
ভার্হূদ বাললা ,অতএব পরমশ্বর ব্রহ্মর ইচ্ছায় তারা স্বপ্ন দখলা এক শাদা প্রান্তর , তার মাঝখান প্রাথিত একটি বৃণহ , একদিক গাঢ়নীল আকাশ গনগন সূর্য্য ,অন্যদিক কামল শাদা চাঁদ ,অসংখ্য নক্ষত্র আর তার নীচ শাদা প্রান্তরর শষ তারা সমুদ্র দুটা ভাসমান ভলা দখলা ; একটা যা তাদরক প্রলয় থক রক্ষা করবার প্রতীক ,আর একটা ক্রমশ উপর উঠ যাচ্ছিলা ।তারা আরও - দখলা আকাশর একদিক ঘনকৃষ্ণ মঘ ;তার বুক একবারমাত্র দুটি বিদ্যুৎচমকর কাটাকুটিত ফুট উঠলা একটি বৃণহ এবং সখান থক নম আসা বিদ্যুতর ঝলক শাদা প্রান্তরর বৃণহ'টির বাহুগুলির প্রান্ত ও সংযাগগুলি জ্বল উঠলা নক্ষত্রর ম-তা আর তাদর উপর, কিছুদূর ,একটি বড় নক্ষত্র জ্বলত থাকলা ।
¶

ভার্হূদ বাললা ,কিন্তু শয়তান তাদর এমনভাব অধিকার কারছিলা য ঘুমভঙ্গ তারা সব ভূল গলা ;স্বপ্নটা চিনত পারলা না আর।

¶

ভার্হূদ বাললা ,অতএব পরমশ্বর ব্রহ্ম চাইলা পৃথিবীত শান্ত প্রান্তর নম আসুক,সব প্রান স্থানু হাক , সমুদ্র স্থির হাক , স্থানু হাক ; মানুষ ও মানুষীরা সব দখুক অজ্ঞানতার স্বচ্ছ-শ্বত আবরণ আবৃত হায় তাদর চতনা স্থানু হাক ।অতএব তাই হালা।

¶

ভার্হূদ বাললা ,পরমশ্বর ব্রহ্ম চাইলা ,মানুষ দখুক তা'র মধ্যর শয়তান শুধু একা পৃথিবীত ভ্রমন করছ ।অতএব তাই হালা।

¶

ভার্হূদ বাললা,পরমশ্বর ইচ্ছ প্রকাশ কারলা ,একযুগ অতএব সৃষ্টি স্থানু হাক ; পরমশ্বরর প্রতীক্ষা করুক ।অতএব তাই হালা।

¶

ভার্হূদ বাললা পরমশ্বর ব্রহ্মর ইচ্ছায় এইভাব অতএব কয়ক আবৃত যুগ কট - গলা আর পরমশ্বর ব্রহ্ম নিজই নিজক প্রকাশ করবার জন্য দুঃখী ও উদগ্রীব - হায় উঠলা।

¶

ভার্হূদ বাললা পরমশ্বর অতএব আবারও সৃষ্টির খয়ালী ও গুনী চতনাক পুনরুজ্জীবিত কারত চাইলা।

¶

ভার্হূদ বাললা, অতএব পরমশ্বর ব্রহ্মর ইচ্ছায় ,খয়াল ও লীলায় সৃষ্টি ক্রমশ উজ্জীবিত হাত থাকলা এবং পরমশ্বর একদিন ইচ্ছ প্রকাশ কারলা ,সইদিন থ-ক চার-চন্দ্র-পক্ষ মনারম শীত ঋতু হাক।তাই হালা।

¶

ভার্হূদ বাললা পরমশ্বর সই দিনই আর'ও ইচ্ছ প্রকাশ কারলা ,সদিন থক ছয় দিন চরম ছয়টি ষড়ক্ষণ মানুষর চতনায় আবারও সব পুনরুজ্জীবিত -

হাক।অতএব তাই হালা।

¶

ভার্হূদ বাললা পরমশ্বর ব্রহ্ম অতএব ইচ্ছ প্রকাশ কারলা,সপ্তম ঋতুদিন ,মানুষরা প্রান্তর বৃণহ চিহ্ন দখ প্রথম 'বিভাস' তৈরী কার শয়তানক জয় কার সিদ্ধিলাভর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হাক। অতএব তাই হালা।

¶

ভার্হূদ বাললা পরমশ্বর ব্রহ্ম অতএব ইচ্ছ প্রকাশ কারলা মানুষরা যা'ত তার স্বপ্নদূতর কথা স্বপ্ন শ্রবণ কারত পার তাই তার মুখ থক তা বিভিন্ন ভাষায় ,বিভিন্ন নাম ও গল্প সুভাষিত হাক । অতএব তাই হালা।

¶

ভার্হূদ বাললা পরমশ্বর ব্রহ্মর ইচ্ছায় অতএব তার মুখ থক বিভিন্ন ভাষায় , বিভিন্ন রূপ সুভাষিত হায় তা লিপিবদ্ধ হালা।

¶

ভার্হূদ বাললা, পরমশ্বর ব্রহ্ম অতএব ইচ্ছ প্রকাশ কারলা , অন্তত একটি গাষ্ঠী সই চিহ্ন ধারণ করুক ।অতএব তাই হব।

¶

ভার্হূদ বাললা পরমশ্বর ব্রহ্ম অতপর স্বর্গ ঘাষণা কারলা, শয়তান কখনও তার লীলাক ব্যহত কারল ,অতএব সই থক আবারও সমস্ত সৃষ্টি রুদ্ধ ও পুনরাবর্তিত হব । অতএব তাই হব ।

---

*পূর্বপুরুষরা শুরু থক শ্রুতির মাধ্যম য সৃষ্টিতত্ত্ব দিয় গছ যা শ্রী শ্রী হরিচাদঁ ও সাত-সন্তদর কাছ প্রকাশিত ও আদিষ্ট হায়ছ তা নিম্নরুপ :
ব্রহ্মার পুত্র মারিচ , মারিচর পুত্র কাশ্যপ , কাশ্যপর পুত্র নমস , নমসর দুই অভিন্ন জমজ পুত্র কীর্তিবান ও উরুবান , তাদর সন্তানদর সাথ সূর্য্যবংশীয়দর মিশ্রন , সখান থক নমঃস্বজ (বা নমঃশূদ্র) দর উদ্ভব। কাশ্যপ থক গাত্র এসছ। কীর্তিবান + উরুবান থক কীর্ত্যুরুবান এবং উচ্চারণর সুবিধার জন্য প্রথম অংশ বাদ গিয় সম্ভবত উরুবান , সখান থক আরিবান হায়ছ ।নমস +স্বজন -- নমঃস্বজন -- নমঃস্বজ —— সংকলক।

■ প্রথমত এই অংশটি নিয় সংশয়র অবকাশ আছ। কিন্তু ভালা কার অধ্যয়ণ কারল দখা যাব ভারতীয় ব্রহ্ম-নির্ভর সৃষ্টিতত্ত্ব বা ঈশ্বর ধারণার সাথ এর কানা পার্থক্য নই ।যদিও এই বিশুদ্ধ একশ্বরবাদী মত ভারত পাওয়া যায় না।অধিকাংশ ক্ষত্রই তা অন্য বিভিন্ন ধারনার সাথ মিশ গিয় চক্রক ও অন্যান্য দাষ দুষ্ট হায়ছ ।তব শ্রী শ্রী হরিচাদঁ ঠাকুর বিশুদ্ধ একশ্বরবাদী ও জাতি-ভদপ্রথাহীন ধর্মর কথা বালছিলন । সখান সকলই স্বদীক্ষিত হব । কালক্রম অবশ্য শক্তিশালী লাকধর্ম 'মতুয়া' উদ্ভূত হয়।অতীতর মতই তা বৈষ্ণব মত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় বিচ্যুত হয় তব একটি পথপ্রদর্শক পরিবার বা গাষ্ঠীর প্রয়াজন তা স্বীকৃত হায়ছ (দ্রষ্টব্য সপ্তম-সন্তর স্মৃত কথা) --- সংকলক ।

দ্বিতীয় স্বজ - সন্তর

স্মৃতকথা

রীতিনীতি

¶

ভার্হূদ বল আচার - অনুষ্ঠান য দশ যা রীতি কারত পারা ; আমি বলি না - কারতই হব ।যদি এই সব স্থূল অনুষ্ঠান ছাড়াও পরমশ্বর ব্রহ্মর উদ্দশ্য তামার মন নিবদিত রাখা তবও হব ।আর যদি না পারা তবতা আমি আছিই । - তামার স্বপ্নর মধ্য আসবা । তামায় পথ বল দব আমি।

¶

ভার্হূদ বল বিবাহ, জন্ম -মৃত্যু ,এইসব উপলক্ষ সামাজিক অনুষ্ঠান সামাজিক রীতিতই কারত হব । কথা হালা কী হব তার রীতি ? ক কারব পৌরহিত্য ?

¶

ভার্হূদ বল আমি তাকই সবচয় উপযুক্ত বলি ,য এই শাস্ত্র জান এবং যার সন্ন্যাস আছ ।গৃহীর আসল পিছুটান থকই যায়।অন্যথায় সামাজিক রীতি যভাব চলছ সভাবই প্রচলিত হিন্দু -মতই অনুষ্ঠান কারব ।

¶

ভার্হূদ বল য 'যস্মিন দশ যদাচার' বল অনাচার কারা না। সবাই অনুষ্ঠান করবার সমান অধিকারী ,এমনকি জানল পৌরহিত্যও কারত পার ।পরমশ্বরর কাছ বিশষ বল কউ বা কিছু নাই । স কাহাকও যাগ্য বা অযাগ্য কর না ; তাহার অধিকারী-অনধিকারী বাধ নাই ।

¶

ভার্হূদ বল জন্মর পর তিনবৎসর অতিক্রম করবার পর তাক আগুনর সামন উপস্থিত কর ।তার মধ্যও এইরূপ অগ্নিশিখারূপ পরমশ্বর বহ্নিমান জানিব ।এই অগ্নিক ভয় ও শ্রদ্ধা কারত শখাও । তার হাত দিয় অগ্নিত ঘৃতাহুতি দাও এবং দীপ প্রজ্জ্বলিত করাও।

¶

ভার্হূদ বল এই আগুন প্রান ও জ্ঞানর আকাঙ্খার প্রতীক ।তাক তখনই কানা জ্ঞান বা নীতি বা আদর্শ দীক্ষা দব না।

¶

ভার্হূদ বল ,আমি তার কাছ আসবা ,তার স্বপ্নর মধ্য এস তার চতনলাক আ-লাকিত কারবা।তার চাখ আমি অপূর্ব আলার জ্যাতি দব।তামার কাজ তাক বহ্নিমান রাখা।

¶

ভার্হূদ বল আমি তার কাছ স্বপ্নর মধ্য আসবা । তার দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় তার মধ্য দব-দানব-মানব সত্ত্বা-যুগল-ত্রয়র প্রকাশ হাত থাকল আমি তাক দাম্যত - দয়ধ্বম - দত্ত শখাবা ।আমি তাক কানা সংস্কার ভূষিত কারবা না ।অতএব তামরাও তাই কারব।

¶

ভার্হূদ বল দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় স হালা 'আগুনর পাখি ' , তার ডানায় কানা বাধঁন দব না ।পরমশ্বর ব্রহ্মর সৃষ্ট প্রিয় বিশাল ডানার পাখির ম-তা সও জীবনর চিৎ-আকাশ জুড় ভ্রমণ করুক।

¶

ভার্হূদ বল দহরক্ষা জীবর ধর্ম ।জন্মপরম্পরায় দহর শ্রীবৃদ্ধি কর ।

¶

ভার্হূদ বল মিলমিশ বসবাসকারী মানুষ সমুদ্রর মত বিশাল , বিরাট ও অনাদি। একক ,ক্ষীণ স্রাত অচিরই বিলুপ্ত হয় ।আর জনা এরকম জলস্রাতও বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল।

¶

ভার্হূদ বল অতএব নিজর উন্নতি-ৰিধানর জন্য অন্যক সাহায্য কর, সবা কর , প্রমর সৌহার্দ্য দিয় সবাইক বঁধ নাও ।

¶

ভার্হূদ বল অলসতা তামার চষ্টা থক তামাক বিচ্ছিন্ন কর এবং তুমি ক্রমশ বিলুপ্ত হও ।তামার প্রম ও সবার সহজাত গুনগুলি লুপ্ত হয়।

¶

ভার্হূদ বল অতএব সবসময় কায়িক অথবা মানসিক কাজ নিযুক্ত থাক ।জানিব উভয়রই একই মূল্য ।মানুষ অজ্ঞানতা-বশত ,অলস জীবনর আকাঙ্খায় এবং অন্যর উপর অন্যায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য দুটার মধ্য পার্থক্য কর থাক ।

¶

ভার্হূদ বল ,সবশিশুই দবত্ব সম্পন্ন ।পারিপার্শ্বিক ঠিক কার দয় স কিরকম হব ।অর্থাৎ তার মধ্য বিভিন্ন প্রকৃতিগুলির বিকাশ ঘটব কি’না।

¶

ভার্হূদ বল তার অর্থ এই নয় য সবাই একইরকম ।প্রত্যকই আলাদা ,ভিন্ন এবং তার নিজর মত ।

¶

ভার্হূদ বল জাতি ,সম্প্রদায় , গাত্র এইসবর মধ্য গাত্রই আদি । তব এইসবর কানাটারই কানা চরম অর্থ নাই ।স সবার মধ্যই আছ এবং সমানভাব আ-ছ।তার শয়তান বশীভূত সন্তানটিক স ছড় চল যায় না ।স হালা পরমপ্রমিক ,স্নহাতুর ও দায়িত্ববদ্ধ । স কানা তত্ত্ব ,কারুর অনুনয়-বিনয় ,চাটুকারিতা এস-বর কিছুরই বশীভূত নয় । স শুধু চায় ,তার সন্তানরা পরস্পরক ভালাবাস ,নিজদর ভূলত্রুটিগুলি সহানুভূতিসহ বাঝ এবং ক্ষমা কার দয় ।স্বার্থর জন্য

এবং গাষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যর জন্য সৃষ্টি করা ধর্মসমূহ কাউকই ধারণ কর না ।অন্যদর থক তামাক আলাদা কর।এটা ধর্ম নয় ,ধর্ম এর ঠিক বিপরীত ; যা ভদা-ভদগুলিক ব্যর্থ কার সবাইক ধারণ কর তাই ধর্ম ।

¶

ভার্হূদ বল মানুষ-মানুষ ভদাভদ আছ ,জাতি আছ ।এটা অস্তিত্বর একটা ধরণ ।এতই সব শষ হয় না ।

¶

ভার্হূদ বল মানুষ যাত একাকীত্ব বাধ ,অসহায়ত্বর অনুভব ভঙ্গ না পড় ,-সইজন্য কানা গাষ্ঠীর বিশষ নাম পরিচিত হওয়া স মন নয় । এটা মন রাখা উচিত অন্যদর যা খুশী নাম চিহ্নিত করা বা জার কর পশায় নিযুক্ত করা বা নির্বাসিত করা অন্যায় ।এমনকি সই পরমপুরুষ নিজই বল ,স'ও তার সন্তান-দর দায়িত্ব তাদর হাতই দিয়ছ ।তাদরটা তারা নিজরাই ঠিক কর নিক ।

¶

ভার্হূদ বল , তুমি যা ভালা মন করা , নিজর সন্তান ও আত্মীয়দর জন্য যা পরামর্শ দাও ,তাদর জন্য যা আশা ও আকাঙ্খা করা,অন্য সবার ক্ষত্র তাই -কারব ,এটাই ধর্মর প্রথম বচন । এটাক অমান্য কার কানা কাজ হয় না।

¶

ভার্হূদ বল ,মানুষর জাতি বা ধর্মর কথা যদি বলতই হয় ,তব জনা তারা প্র-ত্যকই এককটি জাতি এবং সবাই মিলও একটাই জাতি ,সবাই তার সন্তানতুল্য।

¶

ভার্হূদ বল , ধর্মর সহস্র বচন ,সহস্র পন্ডিতর পান্ডিত্য থকও শ্রষ্ঠ 'সবা' ও 'প্রম'।

¶

ভার্হূদ বল তুমি একা কিছুই পার না ।অতএব নিজর বিকাশর সাথ সাথ নি-জর ঋণর কথাও ভাবা ।য সাহায্য তুমি অন্যদর থক পাও , তা অন্য সবার জন্য কারত পারাই ধর্ম ।অকৃতজ্ঞ এবং বিশ্বাশঘাতকরাই নিজর প্রতিষ্ঠার জন্য গর্ব অনুভব কর।

¶
ভার্হূদ বল , অনন্ত জীবন,অমৃত আর অমরত্ব বিশ্বাশ রাখ ।মন রখা সবার জন্যই তা আছ ।এই জীবনর পর জীবন , আর'ও এক জীবন, আর'ও অ-নক জীবন আছ । এই জীবনটাক তুমি অন্য সব জীবনগুলির জন্যও তৈরী - কারব । তামার সবা ও প্রমই সই যাগ্যতা ।
¶
ভার্হূদ বল ,আমার বা সই পরমর কানা রূপর কল্পনা অনাবশ্যক ও অর্বাচী-নর ন্যায় ।তবু যদি তুমি তার কানা রূপর পূজা কারত চাও,তব আকাশর নির্জন নীলাভতা বা রাত্রির অন্ধকারর দিক তাকালই দখত পাব ,তারাদর কাটাকুটিত ফুট উঠছ তার বৃণহ চিহ্ন , স তার কানা মুখশ্রী দখাব না তামাক ।যদি চাও জগতর সমস্ত রূপক তার জায়গায় একবার বসিয় আরাধনা কর।সই আরাধনাই তার আরাধনা ।
¶
ভার্হূদ বল আমি তামাদর মাত্র কয়কটা জিনিষ দখাত চাই । আকাশ হালা প্রথম , তারপর সূর্য্য ,তারপর অন্ধকার ও নক্ষত্রসমূহ । তারপর তুমি নিজর দিক তাকাও এবং আর সব সুক্তগুলি অনুসরণ কর।
¶
ভার্হূদ বল ,তুমি কী করব এ ব্যাপার সিদ্ধান্ত তামাকই নিত হব।আর সরকম সমাজই আদর্শ সমাজ ,পরমশ্বর ব্রহ্মর নির্দশিত সমাজ ,যখান সবাই তার নি-জর মত কাজ পছন্দ কার নিয় পরস্পরর সবা কারত পার।মন রখা সরকম সমাজ তামাকই তৈরী কর নিত হব ।তিনি শুধু তাদরই যারা নিজদর দায়িত্ব নিজরাই সব কারত ভালাবাস।
¶
ভার্হূদ বল তুমি ভরণ-পাষণর জন্য কত অর্থ আয় কারত চাও ,তার কি কা-না সীমা আছ ? নই! তামার আকাঙ্খার কানা শষ নই !এটা তামার বচ থাকার সহজাত প্ররণার সাথ মিশ আছ। কিন্তু মন রাখব , এই অধিক অর্থ উপার্জনর এবং অধিক সম্পদ অর্জনর যাগ্য কবলমাত্র স'ই য তার জীবন

এই সবকিছুক মন কর অন্যর সবার নিমিত্ত এবং সইভাবই সবকিছু কর। - তামার নিজর জন্য প্রয়াজনর বশী একটুকুও খরচ কারব না ।অতিরিক্ত অর্থ তুমি উপার্জন কারছা অন্যদর জীবিকার সুরক্ষার জন্য, এইভাবই কবলমাত্র পরমশ্বর এইসব মন নিয়ছ ।অন্য আর য কানা পথই তার সন্তানদর পক্ষ অহিতকর এবং স তা স্বীকার কর না।

¶

ভার্হূদ বল , সম্পদ বা অর্থ বা জ্ঞান ,কানাকিছুই তুমি একা অর্জন কারত পারা না।প্রতিটি প্রতিবশীর খাটুনী ,যত্ন আর সহযাগীতা র'য় গছ তামার সমস্ত অর্জনর মধ্য ।এর জন্য তাই তুমি গর্বিত হায়া না।তামার একার নয়, প্রতিটি মানুষরই অধিকার আছ ভালা থাকবার।

¶

ভার্হূদ বল ,অতএব , তুমি এসব জানা ,জানাও এবং অন্যদর মধ্য প্রচার ক-রা।'বিভাস' তৈরী করা ।তার জন্য দান করা এবং সম্পদ সংগ্রহ ক-রা।'বিভাস' এর একমাত্র কাজ 'সবা' ও 'প্রম'।'বিভাস' তুমি তখনই আসব ,যখন প্রম আর সবা তামার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ।অন্যথায় নিজর পরিবার বা বন্ধুদর সাথ থাকা ।'বিভাস'-ক শুধু অর্থ সাহায্য করা।

¶

ভার্হূদ বল যদি 'বিভাস' না থাক,তব নিজরা কারুর গৃহ জড়া হও, অগ্নিসংস্কার করা এবং এইসব সুক্তগুলি পাঠ করা,শ্রবণ করা এবং পর আর'ও প্রচারর ব্যবস্থা করা।

¶

ভার্হূদ বল তামাদর প্রতীক এক 'বৃণহ' চিহ্ন যখান দু'টি বজ্র মিল নক্ষত্র হা-য়ছ।

¶

ভার্হূদ বল আমি তামাদর কয়কটি মাত্র ধ্বনি সমষ্টির কথা বলি ; 'ওম ভার্হূদ' 'ওম পরমশ্বর' 'ওম ব্রহ্ম' 'ওম সাহম' এবং ' ওম বিভাস ,ওম ব্রহ্ম ,ওম - সাহম' ।

¶

ভার্হূদ বল স্মরণ করা আমি আছি ,থাকবা এবং যখনই দরকার হ্ব তামাদর স্বপ্ন আসবা ।তুমি এই জীবন নিয় দুশ্চিন্তা কারা না! তামার দায়িত্ব আমাক দাও ।তামার নীচতা ত্যাগ করা ,তামার সংকীর্ণতা দূর হাক।

¶

ভার্হূদ বল ,
জীবন প্রমর ও সবার ;
প্রম ও সবায় তুমি জন্মগ্রহণ কারছা ;
প্রম ও সবায় তুমি সুস্থভাব বড়া হায়ছা ;
প্রম ও সবায় তুমি তাক নির্বাহ করা ।

তৃতীয় স্বজ সন্তর

স্মৃতকথা ভার্হূদ বল ,

¶

শব্দ ব্রহ্ম।ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমশ্বর ।শব্দ ছাড়া ভাষা নাই ।ভাষা ছাড়া জ্ঞান ক ধারণ কর ?

¶

শিক্ষাই সবচয় বড় ঐশ্বর্য ।য কানা বিষয় জ্ঞানার্জন শিক্ষার মধ্য পড় ।কানা কিছু জানাই শিক্ষা।মন যার শুদ্ধ তার কাছ কানা গুপ্ত বিদ্যা বা নিষিদ্ধ বিদ্যা নাই।

¶

তুমি য কানা কাজ করা না কন ,শিক্ষা ছাড়া জীবন হালা শাস্তি ;অন্ধকার নরকবাস , শয়তান ও অগ্নিমুখদর ভয়াবহ অত্যাচার প্রতিনিয়ত পীড়িত হ্ব তারা।

¶

বিজ্ঞান বা কলা বা অন্য শাস্ত্রসকল সবই অধ্যয়ন করিব ।প্রাচীন বা সাম্প্রতিকতম , সবই জানিব ।যাহা জানিব তাহা সকলর মধ্য ছড়াইয়া দিব।

¶

অন্যর মতক জানিবার ,বুঝিবার সহিষ্ণুতাই জ্ঞানার্জন বা শিক্ষার শ্রষ্ঠ পথ।
¶
য শাস্ত্র সবাই বুঝিত পার না তাহা কঠিন ; বুঝিত গল বিশষ পারদর্শী বা বি-শষজ্ঞর প্রয়াজন।য শাস্ত্র এই কথা বল য তাহা সকলর জন্য নহ,য শাস্ত্র এমন বিধি বা আচরণর কথা বল যাহা সকলর জন্য আচরণীয় নহ ,তাহা অসদুদ্দশ লখা।জানিব ঈশ্বরর রাজত্ব সংকীর্ণতা নাই ।

¶
য শাস্ত্র নতূন কথা বল তাহা যাচাই করাই আমাদর কাজ ,পুরনার সাথ মিল নাই বলিয়া পরিত্যাগ করা বা ছুৎমার্গীতা দখানা মূর্খতা বা বাকামা ।ঈশ্বরর রাজত্ব সংস্কারাচ্ছন্নতা বা মূর্খামির কানা স্থান নাই ।তিনি নিজ আবর্তিত হন নতূন নতূন রূপ।তার কাছ এটাই আনন্দ তামাদর'ও তাই হাক ।যা কিছু নতূন জান ,তাহাত আনন্দিত হও ।এই আনন্দ তামাক, সমস্ত জগতক নতূন কর ।
¶
শব্দ ব্রহ্ম ।ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমশ্বর ।অক্ষর ছাড়া শব্দ নাই ।ওঁ (ওম) শব্দ সমস্ত জগৎ ও সবকিছুর অন্তরস্থিত স জানিব ।তাহাক জানিত হইল অক্ষর জ্ঞান প্রথম প্রয়াজন ।
¶
ভাষা ছাড়া একজন আর একজনর কাছ কীভাব পৌছিব ।তামরা সবাই তার থ-ক সৃষ্ট ।তামরা কি এ'ক অপরক জানিত চাও না ,এক মহৎ ও বিরাট জগৎ গড়িত চাও না !
¶
নিরক্ষর থাকিও না ।নিজ জানা। অন্যক জানাও । এটা তারই দওয়া দায়িত্ব ।তামার প্রতিবশী যা'ত তার কথা পড়িত ও জানিত পর তার জন্য তাক স্বাক্ষর করিয়া তালা বা উপায়র ব্যবস্থা করা এবং উপযাগী করিয়া তালা পর-মশ্বররই পূজা ।কননা সই ঈশ্বর ।
¶

জ্ঞানর্জন সম্পূর্ণ হইয়াছ,আমাদর আর কিছু জানিবার নাই ,এই কথা যারা বা - য শাস্ত্র ঈশ্বরর নাম বল ,তালা ঈশ্বরর নাম অন্যায় করিতছ ; মানুষ বহুবার এই ভূল করিলও, তাহা শষ পর্যন্ত টিকিব না ।তিনি নিজইতা আবর্তিত হন সম্পূর্ণ নতূন রূপ ,সৃষ্টিত , কলায় ও জ্ঞান ।

¶

জান নিজক জান । জান অন্যক,অন্যদর অসুবিধা ও দুঃখকষ্টর কথা জান ; জান ,যা কিছু নতূন বাক্য প্রতিমুহূর্ত উচ্চারিত হচ্ছ ,তা জান ।জান, প্রতিমুহূর্ত আমাদর কাছ যা কিছু উদ্ভাসিত হচ্ছ ।জান সই সবকিছুই , যা কিছু তাক স্বীকার কর ;এমনকি যা তাক অস্বীকার কর তা'ও। ¶

ঈশ্বরর নিজর রাজত্ব কানা জ্ঞানই নিষিদ্ধ নয়। যদি কউ তা বল,তব জানিব তাহা ঈশ্বরর ইচ্ছা নয়।স তার সন্তানদর প্রত্যকর জন্য সমানভাব চিন্তা কর ।স তামাদর প্রত্যকর মধ্য দিয়ই নিজক জান ।তুমি যত জানা তত তার নি-জক জানা তত তার আনন্দ !

¶

ঈশ্বরর রাজত্ব অশিক্ষার স্থান নাই ।য শিক্ষালাভ কারছা তার দায়িত্ব অশিক্ষার অন্ধকার য আছ তাক শিক্ষার আলায় নিয় আসা । স অন্যক জানুক ,সবাইক জানুক এবং নিজক জানুক।

¶

তুমি দহ হিসাব প্রদত্ত ,তাই দৈহিক প্রক্রিয়াগুলি স্বভাব-অনুযায়ী তামার মনক অবলম্বন কর ।এর নিবৃত্তি বা নিরসন নাই ।এটা একইরকম ,ধ্বংসমুখী এবং নিরমৃত।মনক তাই ভাবনার অবলম্বন কর ।ভাবনা না থাকিল মনর শান্তি নাই ।তাছাড়া জ্ঞান'ই বা কীভাব সম্ভব ।জ্ঞান ছাড়া কহ সুখী হয় না । ভাবনা যদি আকাশকুসুমও হয়, তাহাও স্বভাবজাত ইন্দ্রিয়-চতনা অপক্ষা শ্রষ্ঠ ও নির্মল , ইহা জানিব । তব কর্মসম্পাদনর উপায়স্বরূপ য ভাবনা তাহাই অন্য সকল ভাবনা হইত শ্রষ্ঠ জানিব।

চতুর্থ স্বজ-সন্তর স্মৃতকথা

সম্পর্ক

ভার্হূদ বল,

¶

তামার বচ থাকার জন্য প্রত্যকটি লাকর কিছু না কিছু অবদান আছ।তামার পরিচিত বা নিকটতম বা পার্শ্ব বসবাসকারী প্রতিবশীদর প্রতি তামার সবা দ্বারা সারাজীবন প্রতিদান দিব।

¶

যদি তুমি কানা লাকক খারাপ মন করা তব তামাদর সম্পর্কও খারাপ হ্বব ; যদি তুমি কানা লাকক নাংরা মন করা, তব তামাদর সম্পর্কও নাংরা হ্বব।

¶

প্রতিটি সম্পর্কই ঈশ্বরর সাথ ঈশ্বরর সাক্ষাৎ ।তার শুদ্ধতা রক্ষা কর , পবিত্রতা রক্ষা কর।

¶

অপত্য স্নহ অন্ধ হ্বব না , বন্ধু বা আত্মীয়ক দখত গিয় অন্যদর উপক্ষা করব না ,সম্পর্কর ক্ষত্র যৌনতাক অত্যধিক প্রশ্রয় দব না ।সম্পর্ক কানা কিছুর উপায় নয় ।

¶

বিপরীত যৌনতার প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক ও সুন্দর ও স্বতই পবিত্র ।তব জানিব , কউই ভাগী নয়, একই সাথ স ভাগ্যও ।না, অন্যর কাছ নয় , নি-জরই অনুভূতি ও দহজ প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা স ভুক্ত হয় । ভুল ধারণার বশবর্তী হায় জীবনক ভাগ কারত চয়া না ।

¶

ঈশ্বরর কাছ নারী ও পুরুষ একই মর্যাদা পায় ।

¶

সম্পর্কর মধ্য কাথাও বলপ্রয়াগর স্থান নাই ।

¶
জীবহত্যা ঈশ্বরক আঘাত ; তার প্রিয় প্রানসত্ত্বাসমূহর উপর ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা ।ইহা ত্যাগ কর।অকারণ জীবহত্যা অত্যন্ত জঘন্য কাজ।

¶
তামার ভক্ষর সামান্য অংশ অন্য প্রানীদর জন্য রাখা যারা তামার গৃহ বা আ-শপাশ বসবাস কর ।

¶
প্রম ও ভালাবাসা সই আশ্চর্য গুন যা তামার নিজস্ব। এ হালা দহ ও আত্মার মধ্যবর্তী সতু ।

¶
বিবাহ হব দুজনর সম্মতিত ।তারপর সামাজিকতা।

¶
বিধান কী আছ তা বড় কথা নয় ।তুমি কীভাব রক্ষা কারছা তা'ই বড় কথা । তামার মধ্য দিয় স নতূন নতূন সম্পর্ক তৈরী কারব ।তার জন্য নিজক উদার কর ।

¶
একজন অবিশ্বাসীর কাজ , আর একজনক প্ররাচিত কর। যমন প্রতিটি হিংসাই জন্ম দয় হিংসার ; ঘৃণার থক জন্ম ঘৃণা , একটা মিথ্য আর'ও সব মিথ্যর জন্ম দয় ।সম্পর্কর ক্ষত্র যা'ত এইসব না আস স ব্যাপার যত্নবান হও ।

লাকাচার

¶
ভার্হূদ বল ,প্রতিদিনই সময় কার তার কাছ স্বীকারাক্তি দাও আর নিজর বিশ্বাস ছড়া না ।

¶
ভার্হূদ বল ,পরমশ্বর ব্রহ্মর উদ্দশ লিখিত ও গীত য কানা গানই তার প্রার্থনা ।

¶

ভার্হূদ বল , জন্ম , মৃত্যু , বিবাহক কন্দ্র কার য কানা অনুষ্ঠানই সনাতন বা প্রাচীন নিয়ম হ্াত পার। সবচয় ভালা হয় যদি এত বিভাস-আশ্রমর কানা সন্ন্যাসী পৌরহিত্য কর।য কানা অনুষ্ঠানর শপথগুলি এবং উপদশাবলি সবসময় নিজর ভাষায় উচ্চারণ কারব যাত সকলই বুঝত পার।ধনী-দরিদ্র , বর্ণ-রূপ নির্বিশষ সকলর জন্য একই শপথ ও রীতিনীতি হব।এ ব্যাপার কানারকম অসাম্যর সাথ আপস কারব না।যদি বিভাস-আশ্রমর সন্ন্যাসীক না পাওয়া যায় তব যখান য ব্যাবস্থা লভ্য বা হিন্দু সনাতন রীতিনীতি অনুসরণ কর।এসব জীবনর অনুষ্ঠান মাত্র ; মূল লক্ষ নয়।

¶

ভার্হূদ বল ,তামাদর যৌথসমাজর আদর্শ হব ‘ওম বিভাস ওম’ অর্থাৎ তামরা ‘বিভাস’ আশ্রমকই অবলম্বন কার তার মাধ্যম সবার জন্য কল্যালমূলক কর্মকান্ড লিপ্ত হব।

¶

ভার্হূদ বল , সব সত্যই সাধারণভাব যাচাই কার নব।তব প্রথম বিশ্বাস তারপর যাচাই কারব তবই মুক্তি ।

¶

ভার্হূদ বল , ঠগদর থক সাধুদর আলাদা কার চিনত শখা।ঠগদর সংশাধিত কর ; না হ্াল তারা নিজরাই নির্বাসন নিক।তাদর প্রতি কঠার হও।

¶

ভার্হূদ বল ,মন রাখব ‘প্রম’ ও ‘সবা’ দুর্বলতা নয় ।এটাই তামাদর সবচয় বড় শক্তি ।প্রতারক ও ছলনাকারীদর আলাদা কর।তব মিথ্য অবিশ্বাস অন্যায়।

¶

ভার্হূদ বল ,এই উপদশাবলি আগ অবহিত হও ,তারপর নিজক জিজ্ঞস করা , তারপ অনুসরণ কর।য চাখ থাকতও অন্ধর ন্যায়,নিজ বাঝবার চষ্টা কর না, অন্যর মত ও পথ অন্ধর মত চল, স কখনও ঈশ্বরানুরাগী হয় না ।

¶

ভার্হূদ বল ,তামার দায়িত্ব স তামাকই দিয়ছ ,শুধু তামাকই।তামার পূজা,-তামার দান ,যা কিছু সব,সব স তামার কাছ থকই নব।অতএব পড় , জান

এবং নিজ উপলব্ধি কর।

¶

ভার্হূদ বল ,নিরক্ষরক পাঠ কর উপদশ শানানার চয় তাক পড়ত শখানা ও তার মধ্য আগ্রহ জাগিয় তালাই পরমশ্বরর প্রকৃত ইচ্ছ অনুযায়ী কাজ।স নিজই তাক বুঝব এবং উপলব্ধি কারব ।পুস্তক আকার এই উপদশাবলি অতএব বিতরণ কর।

¶

ভার্হূদ বল ,ব্রহ্ম বা পরমশ্বর সবকিছুর মধ্য বিরাজমান ,অতএব বিশষ রূপর পূজা নয়।স তামার মধ্যও আছ ; সবার মধ্য আছ ।তব স তামাক নিয়ন্ত্রিত কর না।তামাক স সর্ম্পূণ মুক্তরূপ গড়ছ ।তামার ক্রমপ্রকাশমানতার মধ্য ,একটি ফুলর প্রস্ফুটমানতার মধ্য ,তামার ভাষার সমস্তশব্দগুলির প্রস্ফুটমানতার মধ্য স নিজকই নতূন নতূন রূপ প্রকাশ কর।তাতই তার মুক্তি , তামারও মুক্তি ।

¶

ভার্হূদ বল ,তবু অনক রূপর পূজা হয়।আসল রূপর পূজা কারত হাল সবারই পূজা কারত হয়।কারণ তার কাছ ছাটা-বড় , কম-বশী ,ভালা-মন্দ নই , সব রূপই স ।তবু আমরা প্রতীকি কিছু রূপক পূজা করি ।তাত নিশ্চয়ই আমাদর উদারতার হ্রাস হয় ,অযথা সংঘাত হয় ,মন সংশয় বিক্ষিপ্ত হওয়ার থাক।সবই সই পরমশ্বর বা পরমশ্বরীর রূপ বল স্বীকার করা।

¶

ভার্হূদ বল , আমি কানা রূপ ধারণ করি না ,তব সন্ন্যাসী বা সন্ত বা রূপদর্শীর স্বপ্ন আমি , তার অভ্যসর স্বভাবর জন্য , বিশষ রূপ প্রতিভাত হই।আমাক - তামরা ব্রহ্ম পরমশ্বরর স্বপ্নদূত বালই জানব।

¶

ভার্হূদ বল ,জগত স প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হালও ,অনক সময় তামাদর কাছ অস্পষ্ট থক যায়,সইজন্য তার এই স্বপ্নদূত ।তামাদর অসুবিধায় স স্ব-প্ররিত ।জাতি-ধর্ম-বর্ণ-রূপ নির্বিশষ আমি তামাদর স্বপ্ন আবির্ভূত হই এবং উপ-দশাবলীর মাধ্যম তামাদর আভাসিত করি,যা'ত তামরা জীবনর শুরুতই এই

সত্যগুলি জান এবং প্রম ও সবার আদর্শ ,বিভাস তৈরীর মাধ্যম জীবসবায় ব্রত হও।

¶

ভার্হূদ বল ,বৃণহ চিহ্নর প্রতীকটিত দন্ডটি শরীরস্বরূপ ; আড়াআড়ি দুটি বিদ্যুৎ চমকর উপর ত্রিমুখী বিটপ বা প্রানশিখা ।

¶

ভার্হূদ বল ,এই চিহ্ন সাথ রাখা ;বিভাসর সামন রাখা।তামরা সুখী হও , ধীমন হও , দীর্ঘজীবি হও! ওম বৃণহ , ওম বিভাস!

আচরণীয়

¶

ভার্হূদ বল ,হ নারী যদি তুমি নিজক আমার অনুগামী অর্থাৎ ভার্হূদী বল তব তামার সন্তানরাও ভার্হূদীই হব ।যদি তারা অন্যমত অবলম্বন কর তব বাধা দিব না।

¶

ভার্হূদ বল ,হ পুরুষ যদি তুমি নিজক আমার অনুগামী অর্থাৎ ভার্হূদী বল তব তামার সন্তানরাও ভার্হূদীই হব ।যদি তারা অন্যমত অবলম্বন কর তব বাধা দিব না।

¶

ভার্হূদ বল ,য কই মন কর স ভার্হূদক ভালাবাস বা তার অনুগামী , স ভার্হূদী ।

¶

ভার্হূদ বল , এইরূপ তামরা সবাই বিভাস তৈরী কারব ।এটা একটা ঐকতান সংগীতর মতা তামাদরক এক মহৎ আনন্দদইয় ধারণ কারব।

¶

ভার্হূদ বল ,বিভাসর ঘরগুলি এমন হব যা'ত সখান বস একসাথ অনক ব্রহ্ম পরমশ্বরর উপাসনা বা প্রার্থনা সংগীত কারত পার।ঘরর মধ্য পূবর দওয়ালর স্বচ্ছঅংশর সামন একটি 'অগ্নিস্থল' থাকব। মাটী থক কামর-সমান উচুত এটি

অবস্থিত থাকব ।অনুষ্ঠান ও আহুতি ও প্রার্থনা বা উপাসনা দাড়িয় করাই বাঞ্ছনীয় । বিভাসর ঘর হব চৌচালার ; চারপাশ বারান্দা ,মাঝখান 'বৃণহ্-স্থল' ; ঘরটি পূর্ব-পশ্চিম দৈর্ঘ্য বড় হব ।পূবর দওয়ালর একটা অংশ স্বচ্ছ কাচঁ বা ওই জাতীয় কিছু থাকব ; ওটা হব সূর্য্যর প্রবশ-পথ । পূবর বারান্দা হব ছাটা ।পশ্চিমর বারান্দা সবচয় বড় ও অনকটা টানা থাকব ।উত্তর-দক্ষিণ 'বৃণহ্' প্রদক্ষিণর জন্য ফালি-বারান্দা থাকব ।

¶

ভার্হূদ বল ,উপাসনালয় বা বিভাস-আশ্রম এলই মনর সব ভদ-ভাব , সব মালিন্য দূর হায় যাব৷

¶

ভার্হূদ বল ,বিভাস-আশ্রম যদি মুক্ত না হও তব হতাশ হব না ।যদি মন উচ্চ-নীচ ভদ-ভাব , অহংকার ,পরশ্রীকাতরতা ,জন্মহতুকৌলিন্যবাধ এইসব থ-কও যায় তবু আশ্রম আসব ।এইসব ভদ-ভাব থক যাওয়ার জন্য তার কাছ - দাষ স্বীকার কর স তৎক্ষণাৎ তামাক সমস্ত মালিন্য থক মুক্ত কারব৷

¶

ভার্হূদ বল ,ব্রহ্ম পরমশ্বর অর্থাৎ সই পরম দয়ালু তামাদর জন্য আমাক উৎসর্গ কারছ ।তামরা তাক ভুল গলও স তামাদর কথা প্রতিমুহূর্তই ভাবছ , কননা তামরা প্রত্যকই তার সন্তান । তামাদর কষ্ট , দারিদ্র্য , অশিক্ষা , কুসংস্কার , ভদভাব এইসবই তাক পীড়া দয় । তাই স স্বপ্নদূত হিসাব আবির্ভূত হয়৷

¶

ভার্হূদ বল , তামার বাড়ীর অথবা গৃহসংলগ্ন সবচয় নিরালায় তার কাছ প্রার্থনার জন্য উপাসনালয় নির্মান কর৷এই ঘরর পূর্ব ও দক্ষিণ থাকব বাতায়ন৷ সূর্য্য ওঠবার আগই হাত-মুখ ধুয় নাও ।তারপর সই নিরালা ঘরর পূর্বদিকর বাতায়নর সামন বস অথবা দাড়িয় এবং রাত্র দক্ষিণর বতায়নর সামন একইভাব অন্ধকারর মুখামুখি দাড়িয় দাষ-স্বীকার ও প্রার্থনা করা ।

¶

ভার্হূদ বল ,নিরালা গৃহ সসময় আর কউ থাকব না ।তুমি নিজর সমস্ত

কৃতকর্মর দায়িত্বননিজ নওয়ার শপথ নাও ।এইবার ভাবা কানা অন্যায় কারছা কি না ; ব্রহ্ম পরমশ্বরর কাছ তামার সমস্ত কৃতকর্ম স্বীকার কর। স পরমদয়ালু ।তার কাছ হৃদয়র গভীর থক আন্তরিকভাব নিবদন কারল তামার সমস্ত ভুল থক তামাক মুক্ত কারব ।স তামাক সব সময়ই ক্ষমা কারব।

¶

ভার্হূদ বল , স্বীকারাক্তি একা একা দব ।মনর জার থাকল প্রিয়জন কউ সাথ থাকত পার । অন্ধকারর মুখামুখি দাড়াব ,ঘর আলা থাকব না ।স্বীকারাক্তি শষ একটি স্বাভাবিক উৎসর দীপ বা মাম জ্বালিয় দব । দখব তৎক্ষণাৎ মন হব মনর সব মালিন্য দূর হায় গলা।

¶

ভার্হূদ বল ,যতদিন মন হব তুমি মুক্ত নও , ততদিন ওই ভুল থক মুক্তির জন্য স্বীকারাক্তি দব ।অথবা কানা কাগজ লিখ , স্পষ্ট উচ্চারণ , নিজর উদ্দ-শ্য ও ব্রহ্ম পরমশ্বরর উদ্দশ্য পাঠ কর ।সাতদিন পর কাগজটি অগ্নিত আহূতি দাও ।

¶

ভার্হূদ বল , প্রতিবছর ৭ই পীষ আমি তামাদর ও শিশুদর স্বপ্ন -- 'দয়ালায়' আসবা । আমি শিশুদর বশী পছন্দ করি কারণ তারা তাদর সব কাজ ,কথা ও কৃতকর্ম প্রতিমুহূর্ত ব্রহ্ম পরমশ্বরর কাছ আহুতি
দয় ।কারণ সৃষ্টিত তারাই হালা সম্পূর্ণ নির্মাহ , সদ।তাদর সাক্ষাৎ পরমশ্বর বল জানব ।তামরা তাদর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব ,সুন্দর পাষাক আচ্ছাদিত -কারব ।তারা নিজরা প্রদীপ বা দীপ তৈরী কারত শিখব ।তারপর বিকল সূর্যা-স্তর পর উপাসনা গৃহ প্রদীপ বা দীপগুলা জ্বালাত দাও ।সদিন সবাই স্বীকা-রাক্তিত বাসা ও শষ মৌন প্রার্থনা কর।

¶

ভার্হূদ বল ,প্রত্যক নবজাতক পাঁচবছর বয়স প্রথম পীষ-প্রার্থনা কারত পারব । প্রথম পীষ-প্রার্থনায় অবশ্যই সামর্থ্যমত অনুষ্ঠান কারব।

¶

ভার্হূদ বল ,প্রত্যকই যখনই যখান স্বীকারাক্তি দব বা প্রার্থনা কারব , তখনই -

দখব একটা অসাধারণ আলায় তুমি পূর্ণ হায় উঠল ।

¶

ভার্হূদ বল , সকাল সূর্য্যাদয়র আগ শয্যা ত্যাগ কার স্বীকারাক্তির জন্য তৈরী হও এবং পূবর আকাশর সূর্য্যক বন্দনা কর।

¶

ভার্হূদ বল , ব্রহ্ম পরমশ্বর পরমপিতা ,পরমদয়ালু ; তার আনন্দ সব কিছুর মধ্য প্রকাশিত ।এদর মধ্য শিশু , ফুল আর পাখিত স শুধু আনন্দরূপ প্রকাশিত হয়।

¶

ভার্হূদ বল ,অতএব তামার গৃহপ্রাঙ্গনর এক অংশ ফুলগাছ্ লাগাও , এক অংশ বড় গাছ্ লাগাও যা'ত পাখিরা আসত পার , আর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সব যা'ত শিশুরা সুন্দর ও সুস্থ্ থাক । আর কিছু অংশ খালামলা রাখা যা'ত তারা খলাধূলা কারত পার ।

¶

ভার্হূদ বল , য সব প্রানীরা গৃহপালিত অথবা প্রানধারণর জন্য তামাদর উপর নির্ভরশীল ,তাদর জনা তামার সাধ্যমত ব্যবস্থা রাখা।

¶

ভার্হূদ বল , হ পুরুষ নারীর মধ্য দিয়ই সই পরমদয়ালু , ব্রহ্ম সন্তত রাখ তার সৃষ্টি ! তাই হ পুরুষ, নারীক অমর্যাদা কারা না ।তার শিক্ষার প্রয়াজন সবচয় আগ , তার ক্ষমার প্রয়াজন সবচয় বশী , তার সাহায্যর প্রয়াজন সবার আগ ,তার স্বাধীনতা ও আত্মার পবিত্রতা থাকব সবচয় বশী , এটাই তার আদশ ।

¶

ভার্হূদ বল , হ নারী ,তামার ভূমিকার জন্য তুমি গর্বিত হায়া না বা নিজক পরাধীন ভবা না ।সবকিছুই তামার সৃষ্টিরূপ বিকশিত হায় চলছ্ । তামার স্বাধীনতা তুমি বিসর্জন দব না , তামার পবিত্রতা ও আনন্দ তুমি প্রবাহিত - কারত পারা তামার সৃষ্টিত ; তামার সংকীণতার জন্য , তামার স্বার্থপরতার

জন্য কষ্ট পাব তামার সৃষ্টি । তমিও কষ্ট পাব তার জন্য ।

¶

ভার্হূদ বল , হ নারী তামার মহান ভূমিকা ও গুরুদায়িত্বর জন্য সই পরমদয়ালু , ব্রহ্ম পরমশ্বর , তামাক মুক্ত রখছ্ সমস্ত মালিন্য ও পাপ থক ; যারা তামার বিচার কারছ্ তারা তামার শরীর ও স্বাধীনতায় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই তা কারছ । তুমি যদি মন কর কানা অন্যায় করছা তব তার কাছ স্বীকারাক্তি দাও , স তামাক তখনই তা থক মুক্ত কারব ।

¶

ভার্হূদ বল ,ব্রহ্ম পরমশ্বরর স্বরূপ বা আচার-অনুষ্ঠান নিয় অন্যর সাথ তর্ক - কারা না ।কানা ধর্মই শ্রষ্ঠ নয় , সব ধর্মই মূলত এক । তুমি তামার নিষ্ঠায় ও ব্রহ্ম পরমপিতার ক্ষমা , দয়া ও সৌন্দর্য্য আস্থা রাখা ।

¶

ভার্হূদ বল , তাক য অনুসরণ কর বা কর না , তাক য বন্দনা কর বা কর না , তার কাছ য স্বীকারাক্তি দয় বা দয় না , তাদর সকলকই স একই চাখ দখ । সকলইতা তার সৃষ্টি । তার সন্তানদর পরস্পরর প্রতি বিরূপাচরনই - কবলমাত্র স অখুশী হয় ।

¶

ভার্হূদ বল , অতএব সমদর্শী হও , নিজর সাধ্যমত সবাইক সাহায্য কর ।কার কী পরিচয় তা নিয় চিন্তা কার অযথা সময় অপচয় কারা না !

পঞ্চম স্বজ-সন্তর

স্মৃতকথা

‘প্রবশিকা’ - ১

ভার্হূদ বল ,

¶

আমি সই দূত , একটি কালখন্ড আমি সত্য ছিলাম । অর্থাৎ একটি জীবন আমি সত্যি ছিলাম । সবকালখন্ডগুলিত আমি সত্যতা যাচাইয়র জন্য ফির ফির আসি।

¶
আমার জন্ম যদি বুঝত চাও তব তা তামাদর মত । আমি'ই সই দূত ।পর-মর দূত ।আমি সময় । কালখন্ড ছাড়া জীবন কী! আমি হলাম তুমি ।প্রত্যকর স্বপ্ন আমি অত্যন্ত প্রিয় ও আশ্রিত ।
¶
আমি বিচিত্র পরিচয় নিয় এগিয় চলছি । আমি হলাম তুমি , তামরা সবাই , সমগ্র জীব ও জড়র পরিবর্তনশীলতার অজর স্বপ্ন । এই যাত্রাপথ আমি কখনও কাহাকও , কিছু ত্যাগ করি না ।
¶
আমি হলাম তুমি । পরিচয় যাই হাক উৎস এক । একথা বিস্মৃত হায়া না । স ছাড়া এই জীবন , কাল ও দশ আর কী !
¶
কাহারও সবকথা শিরাধার্য নয় , সত্যও নয় । উৎস বিস্মৃত হায়া না ।সত্য কালহীন , দিকহীন পারাবার ভাসমান ভলার মত জীবনর মধ্য তার পথ কার নাব । স একদিন স্পষ্ট হবই ।
¶
রূপ ও রূপান্তর তামাদর যন মাহ না হয় । এক এবং আদি থক রূপধারণ-- হতু রূপান্তর আর তার এই বিভিন্নতা , এই সব নিয়ই সবাই মিথ্য বিশুদ্ধতার লড়াই কর ।
¶
আমি রক্তর বিশুদ্ধতা রক্ষা করিত বলি না ।সই পরমর রূপর লীলা ছাড়া এসব আর কী ! তবুও যদি অন্যর ক্ষতির কারণ না হায় রক্ষিত হয় তব ও'তও দাষ নই ! কিন্তু গ্রহণ কৃপনতা ভালা নয় ।
¶
তামরা যদি কওনা ব্যক্তিক গ্রহণ করা তব তার জন্য পতন হব না। কানা মানুষই অন্যক গ্রহণ কারবার জন্য পতিত হয় না । কারণ স সই এক ও আদিকই গ্রহণ কর ।
¶

আমাদর সব কথাই তাসর ঘরর মত ভঙ্গ পড়ব একদিন ।আমি কানা সত্যর মালিকানা কারছি না এইভাবই আমাদর জ্ঞান সম্পর্কিত কথাগুলি বুঝত হব । য কানা সময় তার ভিত্তিভূমি নড়বড় হায় উঠত পার , তব নিষ্ঠাবানরা আবারও সত্যর ভিত তৈরী কর ।

¶

অবিসংবাদিত বা অক্ষয় বল কিছু নাই । আমরা যমন একটি তরঙ্গায়িত - স্রাতশীর্ষর মত প্রানস্রাতর মধ্য সাময়িকভাব পৃথিবীত আছি , সত্যি তাই'ই ।

¶

একটি মানুষ যমনই হাক তার কীর্তিক গ্রহণ করা কননা এর মধ্য আছ তার কল্পনা , স্বপ্ন ও জীবনর প্রতি ভালাবাসা ।

¶

প্রতিভা দুর্লভ । তার স্বপ্নক নির্বাপিত হাত দিও না ।

ভার্হূদ বল ,

¶

দুঃখ আমাদর জীবনর অন্যতম মৌলিক উপাদান । দুঃখ এই দহর প্রয়াজন বাচার ; দুঃখ নিজক প্রকাশ কারত না পারা'র আর দুঃখ আত্মক খুজত খুজ-ত হারিয় যাওয়ার ।এ দুঃখ অন্ন , বস্ত্র , বাসস্থানর বা জীবনধারণর প্রয়াজনীয় উপায়র অভাবর নয় । অভাবর দুঃখ বা কষ্ট মানুষর ব্যবস্থা থক উদ্ভূত। পর-মশ্বরর এত অনুমাদন নই ।তামরা এর নিরসনর আপ্রান চষ্টা করা ।

¶

যতটা পারা চুপ কার থাকা , তার হায় থাকা ।

¶

এ দুঃখর নিবৃত্তি চয়া না । কননা এই'ই জীবন , এই দুঃখই অস্তিত্ব , দুঃখ আমাদর মধ্যকার নীরবতার সতু ।

¶

এ দুঃখ এই জীবনর ব্রহ্ম পরমশ্বরর আলাকশিখার মত ; ঝঞ্ঝায় কম্পমান , প্রকাশ আনন্দরূপ , একাকীত্ব মগ্ন ,সাধনায় ধ্যানী , জ্ঞানর আকাঙ্খায় নিদারুণ ও বিরহ পীড়ন ।

¶
কষ্টর নিবৃত্তির জন্য স্বপ্ন আলাকপ্রাপ্তদর পথই শ্রষ্ঠ ।
¶
যা কারব এই জীবনই কারব ,ভবিষ্যতর জন্য কিছু ফল রাখব না ।
¶
আবগক ঘৃণা বা অবজ্ঞা কারা না , তা স শরীরি'ই হাক বা মনর ; আবগক দুঃখ যদি বাঁধত পার তবই ভালা ; সক্ষত্র তাড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম ।
¶
সবার জন্য একই প্রার্থনা গৃহ এবং 'বিভাস' তৈরী আবশ্যক ।
¶
বিভাসর পরিচালনর জন্য সমিতি থাকব এবং এর পরিচালনর জন্য অর্থবানদর থক অর্থ সংগ্রহ কারব । যা তারা স্বচ্ছায় দব তাই নব কিন্তু এর জন্য তারা 'বিভাস' পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবার অধিকারী হব না ।
¶
পরিচালন সমিতির একজন প্রধান থাকব । বাকীরা তার কথা মন চলব ; তব য কানা সময় য কানা সদস্য বা ব্যক্তি শালীনতা বজায় রখ প্রশ্ন তুলত পারব ।
¶
য প্রধান হব তার পরিচয় হব মা-সন্ত বা গুরু-সন্ত বা এককথায় গাঁসাই । তার সন্ন্যাস গ্রহণ কাঙ্খিত ; তাক হাত হব কাম , ক্রাধ ও লাভহীন এবং সমস্ত-সদস্যদর প্রতি , তার ক্ষমতা অনুযায়ী ,সর্বতভাব দায়িত্বশীল । কানা সদস্য তার কাজর ব্যাপার প্রশ্ন তুলল, তাক ধীর চিত্ত এবং নিজর সাধ্যমতা - বাঝাত হব ; কানা অবস্থাতই স কানা গাষ্ঠী বা দল তৈরী কারব না ।
¶
'বিভাস'র পুরনারা নতূনদর সমিতির নিয়মকানুন ও অনুষ্ঠানাদি বিষয় শিক্ষাদান কার উপযুক্ত কার তুলব ।
¶
য কান সময় য কউ 'বিভাস'এর পরিচালন সমিতি ছড় সাধারণ একজন

সদস্য হিসাব থাকত পার । আবারও ফরা না ফরা তার নিজর উপর নির্ভর কর ।

¶

দারিদ্র্য দূর করবার চষ্টা করা । এ ব্যাপার তামার যতটুকু করবার দরকার মন করা সটুকু শ্রম ও সময় অবশ্যই দব।

¶

প্রত্যক অন্তত বশ কিছু লাকর অক্ষর-জ্ঞান ও প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নব । সবাই যা'ত ব্রহ্ম পরমশ্বরর স্বপ্নদূত ভার্হূদ-এর স্বপ্ন-কথনর লিখিতরূপ বুঝত পার তার জন্য তাদরক তৈরী করা ।

¶

কানা ধর্ম বা মতক নিন্দ কারব না , কননা কানামতই সর্বতা-নিখুতরূপ লিপিবদ্ধ নয় ।

¶

অন্য মত থক কাউক জার কার বা ঘটনানুষ্ঠান কার টান আনলও স তামার মতাবলম্বী হব না । স্বচ্ছায় তাক এই মত গ্রহণ কারত হব ।অন্য মতাবলম্বী হালও তার বিশ্বাসর মূল একই কননা সবই তার সৃষ্টি।

¶

আমি সবার স্বপ্ন আসি, কিন্তু বানী-প্রকাশর জন্য কয়কজনমাত্রক পছন্দকার নিই ।

¶

নিজ স্বচ্ছায় ত্যাগ না কারল তামার মত বা পথ কানাভাবই হারাব না ।

¶

অর্থ ও শিক্ষা , একটি সম্পদর দ্বারা জীবনক স্বচ্ছন্দ কর অন্যটি জ্ঞানর আ-লাক সব প্রকাশিত কর ; এই দুই'ই অর্জনর জন্য আপ্রান চষ্টা কর।

¶

য পরিচয় তুমি দিত লজ্জা পাও অথচ যা সর্বজনস্বীকৃত , সবারকাছই একটা অবজ্ঞা বা ঘৃণার আবগ সৃষ্টি কর , তব অবশ্যই কানা এক সময় চাপিয় দওয়া

হায়ছ । তাদর জন্য আমি ঘাষণা করছি গাত্রই তামার গাষ্ঠী পরিচয়, সটাই মূল । অথবা তাদর জন্য আমি আমার নাম দিত চাই । তামরা নিজদরক ভার্হূদী বল জানব , অথবা তামরা তামাদর নিজদর সাধনালব্ধ কানা প্রিয় নাম , যা আমি স্বপ্ন প্রকাশিত কারবা তা নিত পারা ।

‘প্রবশিকা’ - ২

¶

ভার্হূদ বল , ধ্যান হালা স্বপ্নর সন্ধান চতন অবস্থায় আত্মমগ্ন হওয়া। তখন পরমশ্বর ব্রহ্মর স্বপ্নদূত হিসাব আমি আবির্ভূত হই । স’ই স্বপ্ন পাওয়া উপ-দশাবলীক সবাই ধর্ম বল মান । কিন্তু আমি শুধু ধ্যানস্থদর কাছই নই সবার কাছই আবির্ভূত হই কিন্তু তামরা চতন অবস্থায় থাক না বলই তার অধিকাংশ বিস্মৃতিত হারিয় যায়।

¶

ভার্হূদ বল , কয়কজন সই অস্পষ্ট স্মৃতির থক যথা সম্ভব তুল আন সই স্বপ্নাদশ। তব আমি কানা চহারা নিয় আসি না ,যদিও আমি ব্রহ্ম পরমশ্বরর স্বপ্নরূপ , আমি আসি বাক্যরূপ যমন উপদশাবলী , সুক্ত বা গল্পরূপ ।

ভার্হূদ বল ,

¶

য ব্যক্তি য ভাষায় অভ্যস্ত তার কাছ সই ভাষার বাক্য আবির্ভূত হই ।

¶

অতএব এই সুক্তগুলি অনুসরণ কর ।‘বৃণহ’-চিহ্ন ধারণ কর । ¶ দু’হাত বু-কর উপর আড়াআড়ি ভাব রখ চাখবন্ধ অবস্থায় নিজক কল্পনা কর সই প্রতী-ক । নিজর মধ্য সই ব্রহ্ম পরমশ্বরক উপলব্ধি করা ।

¶

সকাল সূর্য্য ওঠার আগ অথবা সন্ধ্যায় অন্ধকারর মুখামুখি অথবা স্নানর পর ,দ্বিপ্রহর সূর্য্যর মুখামুখি বন্ধ-চাখ তাক উপলব্ধি করা । তামার যা মন আস তাই স্বীকার করা বা প্রার্থনা করা ।প্রার্থনা করবার সময় বুকর উপর আড়াআড়ি হাত রাখা ।

¶
একজন য তাক উপলব্ধি কর স ধীর , স্থির ,শান্ত ও বিনম্র হয় ।রগ গল গলায় ঝালানা ‘বৃণহ’ টি স্পর্শ করা ,দখব মুহূর্তই রাগ কম যাব ।
¶
যদি কারুর প্রতি কামনা বা আসক্তি অনুভব কর তব চাখর সামন প্রতীকটি ধর রখ প্রতিফলিত আলার দিক তাকাল , মুহূর্তই কামনা প্রশমিত হব ।
¶
‘বৃণহ’ সুতায় ঝুলিয় গলায় ধারণ করা। রগ গল ,তর্ক জড়াল , কারুর সাথ বাজ ব্যবহার কারত উদ্যত হাল মুঠায় ধর রাখা এই ‘বৃণহ’ ; সঙ্গ সঙ্গ তুমি শান্ত হব ; বিরত হব অন্যায় থক ।
¶
প্রত্যক বাড়ীত একটি উপাসনালয় তৈরী করা । তার ভিতর একটি ধাতুর তৈরী ‘বৃণহ’-প্রতীক রাখা ।
¶
যখন কানাএকজনক কিছু দাও একবার ‘বৃণহ’ ছুয় নাও ; তাক সবচয় ভা-লাটা’ই দাও ,যা’ত তার কানাভাবই কানা ক্ষতি বা অসুবিধা বা অপকার না হয় ।
¶
যখন তুমি খাবার তৈরীর ব্যবসা কর বা ওষুধর বা য কানা নিত্য প্রয়াজনীয় বা ব্যবহার্য্য জিনিষর , মন রখা ‘বৃণহ’ চিহ্নর কথা । সবার প্রতি সুবিচার -কারত হব তামাক । কানা ভুল-ত্রুটি , অবহলা বা তাচ্ছিল্য বা হাল্কা মনাভা-বর কানা সুযাগ নই।
¶
কানা ব্যক্তির জন্য যখন করা , তখন তার মধ্য দিয় তার প্রয়াজনক বাঝা । তামার তাক পছন্দ কি অপছন্দ তার ভিত্তিত যন তামার সিদ্ধান্ত না হয় ।
¶
তুমি কী বা ক , কি তামার পরিচয় তা বড় কথা নয় । তুমি ঠিক না ভুল -কারছা , অন্যায় কি ন্যায় , তার জন্য তামার সমস্ত কাজর জন্য ব্রহম পর-

মশ্বরর কাছ স্বীকারাক্তি দাও । বন্ধ-চাখ বুকর উপর আড়াআড়ি হাত রখ অন্ধকারর মুখামুখি হায় তাক সব জানাও ।সঙ্গ একটি 'বৃণহ' প্রতীক রাখা । স্বীকারাক্তি শষ একটি প্রজ্জ্বলিত মামর আলায়চাক কল্পনা কর ।যদি অনক মিল স্বীকারাক্তি দাও তব একজন পরিচালনার দায়িত্ব নব । 'বিভাস'-এর অনুষ্ঠান গুরু-সন্ত বা মা-সন্ত থাকল তারাই পরিচালনা কারব ।

¶

মন রখা , আর কারুক জবাবদিহি দিত তুমি বাধ্য নও ।

¶

দশচক্র ভগবান ভূত বল একটি কথা আছ ; একই মিথ্য বারবার বাল তাক সত্যি প্রমানর চষ্টা । স্বার্থসিদ্ধির উদ্দশ্য মানুষ এটা কার থাক । সমাজ এরকম বহু ফাঁদ বা জাল পাতা আছ ।সসব এড়িয় চলা।

¶

অনক মিল কাউক যদি ছাটা বা অক্ষম বা হীন বল তাত বিচলিত হব না বা যারা বল তাদর সাথ তর্ক রত হব না । জানব এটা একটা ফাঁদ । সই সব - লাকর কথায় কখনও কান দব না । তামাদর দায়িত্ব এবং সই লাকটির দায়িত্ব , সবই ব্রহ্ম পরমশ্বরর ; তামার বা তার নয় । তামাদরক মিথ্যর ফাঁদ ফলবার জন্য এইসব কথা বলা হয় । তামাদর দায়িত্ব নিজর কাজ নিখুতভাব সুসম্পন্ন করা , আরা বশী কর জানা এবং জ্ঞানার্জন করা । য কানা কাজই বুদ্ধি ও বিবচনাবাধ , নতূন জ্ঞান এবং দায়িত্ববাধ ভীষণ জরুরী ।

¶

পরশ্রীকাতরতায় না ভুগ বা অন্যর সমালাচনা না কার , নিজর কাজ মন দাও ।অহতুক আলস্য দিন কাটানা মৃত্যুর সামিল ।তামার কাজ তামাকই কারত হব ।

¶

তুমি যা কারছা তা তামার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী কারত হব । যারা সহৃদয় , শুধু সমালাচনা কর না , আন্তরিকভাব সাহায্য কারত প্রস্তুত , সই সুহৃদদর ব্রহ্ম পরমশ্বরর সাক্ষাৎ আদিষ্ট বল জানব । তাদর কথা বিবচনা কারব প্রতিটি ক্ষত্র । শ্রনী বা জাতি বা ধর্ম বা সম্প্রদায় বিচার মানুষর বিচার কারব না । -

কউ যদি এসব নীচতা দ্বারা পরিচালিত হয় তব তা'র জন্য গাটা মানবসমা-জই নম আস , বিষাদ , কষ্ট ও হতাশা ।এদর অনক এরকম আছ যারা নি-জরাই বাঝ না য মানবসমাজর কি প্রভূত পরিমান ক্ষতি কারছ তারা । এর জন্য সই ব্রহ্ম পরমশ্বর দায়ী নয় । কারণ বাঝবার দায়িত্ব এবং তার স্বপ্ন-বাক্য-গুলি অনুধাবন করবার দায়িত্ব যা'র যা'র নিজর ।তব য মানুষ তামাক অপমান করছ , তার কাজর দ্বারাও তুমি উপকৃত হত পারা । তার জন্য কিন্তু তুমি ঋণী আর স তামার সুহৃদও , এইভাবই দখব তাক । তব এর জন্য তার নীচতাক মন নব না ।

¶

ব্রহ্ম পরমশ্বর কা'উক ছাটা বা বড় করনি । স আসল বিভিন্ন কারছ । এই বিভিন্ন হিসাবই প্রতিষ্ঠিত হও। অন্যর কী আছ আর তামার কী নই তা নিয় ভব অযথা জীবন নষ্ট কারা না ।

¶

যারা তামাক পছন্দ কর না , তামার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকল - অর্থাৎ তামার কাছ যদি এমন কিছু থাক যার দ্বারা সবাই উপকৃত হব - তব তারাও তামার কাছ আসব । জীবনর চলার পথ তুমি'ও তার সুহৃৎ । তার ভালার জন্য যটুকু পারা করা । কারুর জন্য কিছু করবার সময় পছন্দ-অপছ-ন্দর বিষয়টিক গুরুত্ব দব না ।

¶

অতীত তামার প্রতি ক কী আচরণ কারছিলা তা মন রাখব না । জানব সবারই বাঝবার ভুল হয় । সবাই স্বার্থর তাড়নায় তাড়িত হাত পার । এরকম তুমিও হায় থাকত পারা । অতএব এসব ব্যাপার বিশষ গুরুত্ব না দিয় ব্রহ্ম পরমশ্বর তামাক য জীবন দিয়ছ , তাক সুস্থ, সবল ও সফল কার নিয়াজিত কর ।

¶

সবাই য সব আজবাজ কথা বলব তা ভুল যাব ! শুধুমাত্র সইসব কথাই মন রাখব , যা অন্যর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সহৃদয়তায় পূর্ণ । নহাৎ সমা-লাচনামূলক কথা নিরর্থক এবং অবান্তর ।

¶
অনকই অতীত জীবনর প্রাপ্তি নিয় গল্প কারত ভালাবাস , অহঙ্কার অনুভব কর এবং অন্যর তুলনায় স কত স শ্রষ্ঠ তা প্রমান কারত চায় । এসবই অপকথা , এরকম বল বা শুন জীবনর অপচয় কারা না।

¶
জীবন অনকটা তীরর ফলার মত , তার শুধু নতূন নতূন অবস্থান আছ । পুরণা কিছু নই । আর থামা মানই শষ ! আর তাই অতীতর কানা কিছু নিয় গর্ব করাটা , যা সবাই হামশাই স্বার্থসিদ্ধির জন্য কার থাক, আসল তা নিজর জীবনক ছাটা ও তুচ্ছ এবং ফালতু কার তাল ।

¶
জীবন ভাগর নয় , সঞ্চয়র নয় ,অন্যর তুলনায় শ্রষ্ঠ প্রমানরও নয়

। এ হালা অন্যর প্রতি দায়িত্বর , নিজর প্রতি দায়িত্বর , নিজর মধ্য পরম প্রকাশর দায়িত্বর ; এই তার আমৃত্যু কাজ ।এইভাব জার কার ভাবত হব না , য কাজগুলি করবার , না ফল রখ সগুলি যথাসম্ভব দ্রুত শষ কার ফলা , - দখব এতই আনন্দ । আর তামার শরীর নিজই জানিয় দব কখন তার বিশ্রাম দরকার ।

‘বিভাস - এর অনুষ্ঠান ’

ভার্হূদ বল , ¶
প্রধান রীতি বা আচরণ হালা অগ্নিসংস্কার । একটি আয়তাকারপাত্র (অগ্নিস্থল) বালি দিয় তার উপর চন্দন বা আমকাঠ সাজিয় মামসহযাগ আগুন জ্বালা ও তাত ঘৃতাহুতি দাও ও তারপর নীচর সংস্কারগুলি পালন করা ।

¶
নবজাতকদর (পুত্র-কন্যা নির্বিশষ) দুবার অভিষক হব (পিতামাতা বা গুরুজন করাব । অন্যথায় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর স স্ব-দীক্ষিত হব। প্রথমবার , তিনবছর বয়স ; শিশুটির হাত দুটা মলা-অবস্থায় উচু কার ‘অগ্নিস্থল’এর আগুনর উপর দিয় নিয় যাও এবং একটি তালপাতায় বা শালপাতায় নাম লিখ ও নীচ ‘সুভাক’(বা সুন্দর হাক ,ভালা হাক , কল্যান

হাক) লিখ ঘৃত দ্বারা আবৃত কার আগুন আহুতি দাও এবং তিনবার ওম ভার্হূদ বলা ।

দ্বিতীয়বার , এগারা বছর বয়স । একইভাব নাম লিখ ও নীচ বাবা-মা, ভাই--বান, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়দর শুভাকাঙ্খা লিখ ঘৃত দ্বারা আবৃত কার আগুন দাও ও তিনবার সবাই মিল ওম ব্রহ্ম ওম ভার্হূদ বলা এবং যার অভিষক হব স তিনবার ওম ব্রহ্ম ওম সাহম বালব । যার আভিষক হচ্ছ স পরিস্কার ও নতূন পাশাক পরিধান কারব এবং সবার প্রথম স্বীকারাক্তি দিত পারব ; তব স সময় আর কউ থাকব না ।

¶
বিবাহ , মৃত্যু বা শুভযাত্রা বা গৃহবরণর ক্ষত্র একই অগ্নিসংস্কার কারত হব । একইভাব লিখ আগুন আহুতি দব । নমঃস্বজদর সনাতন হিন্দু সামাজিক রীতির অতিরিক্ত এটা আলাদাভাব অবশ্য কর্তব্য ।
¶
বিবাহর ক্ষত্র সনাতন হিন্দু রীতি ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত নিয়ম আছ ।সনাতন হিন্দু রীতিত ব্রাহ্মণর পৌরহিত্য য শাস্ত্রীয়রীতিনীতি তারা সবাই পালন কর তা তারা যথারীতি পালন কারব ;এ ব্যাপার কানা বিধিনিষধ নাই ।

ভার্হূদ বল ,
¶
প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ বিবাহর মাধ্যম সংসার জীবন ব্রতী হব ।
¶
দু'জনর সম্মতিক্রম 'বিভাস'এর গুরুসন্ত বা মা-সন্ত তাদর ইচ্ছ লিপিবদ্ধ - কারব ও সবাইক জানিয় দব ।
¶
দুই -পক্ষকাল পর একটি ছাটা অনুষ্ঠানর মধ্যদিয় দশর নিয়মানুযায়ী তারা আইনত 'বিভাস' পরিনয়াবদ্ধ হব ।
¶

বিবাহ একটি স্বর্গীয় বন্ধন এবং 'বিভাস' পরিনয়াবদ্ধ হওয়ার পর সইমত তার একটি বিধি-অনুষ্ঠান হব এবং দুজন সামাজিক অনুষ্ঠানর মাধ্যম সবার শুভচ্ছা গ্রহণ কারব।

¶

দু'ই পক্ষকালর মধ্যর শুক্লপক্ষ দু'জনমিল একবার বিবাহাপলক্ষ 'অগ্নিসংস্কার' কারব । দু'জনই বুক আড়াআড়ি হাত রখ বলব

' হ পরমশ্বর , হ অনাদি , অন্তহীন , কালহীন , অজর মহাচতন আমরা শ্রী ---------- এবং শ্রীমতী ---------- দু'জন সম্পূর্ণ পবিত্র হৃদয় , স্বর্গীয় ইচ্ছয় , এই শপথ করছি য আমরা সুখ , দুঃখ এবং সবরকম অসুবিধায় পরস্পরর সাথ থাকবা , আমাদর দু'জনর এবং আমাদর সামাজিক দায়িত্ব আমরা দু'জন একসাথ পালন কারবা এবং এই অঙ্গীকারসহ তামার অগ্নিত (শিখা স্পর্শ কারত হব) ঘৃতাহুতি-সহ (আগুন ঘৃতাহুতি দাও) আমাদর ইচ্ছ অর্পন কারছি , তামার কারছি ।

¶

দু'ই পক্ষর দু'দিন অগ্নিসংস্কার হায়যাওয়ার পর গুরু-সন্তর বা মা-সন্তর দওয়া তারিখ ও সময় অনুযায়ী বন্ধু , স্বজন , প্রতিবশী সবাই মিল মিষ্টি-মুখ সহ অগ্নিসংস্কার কারব এবং শষ তারা ফির গিয় সামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান কার আনন্দভাজ দব ।

¶

ভার্হূদ বল , তারা আরও অঙ্গীকার কারব য সই দিন থক তাদর নতূন সময় শুরু হব ; তারা আর কখনওই কউ কারুর অতীত সম্পর্ক বিব্রত হব না বা ভাবব না ।

¶

ভার্হূদ বল , বিবাহনুষ্ঠানর পর তামার কাছ য সমাজর সামাজিকতার দাবি , - তামার সামর্থ্য অনুযায়ী তা পালন কর ।

¶

ভার্হূদ বল , অন্য য কানা রীতিত ,পরস্পরর সম্মতিত তামরা পরিনয়াবদ্ধ - হাত পারা তব তামাদর ক্ষত্র এটা সবসময়ই স্বর্গীয় বন্ধন বল জানব ।

ভার্হুদ বল ,

¶

স্বীকারাক্তি অনুষ্ঠান অবশ্যপালনীয় তব বারা বছরর আগ নয় । অগ্নিসংস্কারর মত নিজর আশা , আকাঙ্খা ,কৃতকর্ম ,ন্যায়-অন্যায় , স্বপ্ন সবকিছুই তালপাতা বা শালপাতায় লিখ আগুন সমর্পন করা (সমর্পন করবার আগ নিজ উচ্চারণ কার পড়তও পারা)। এর অর্থ তাক অবহিত করা । তালপাতা বা শালপাতায় লিখত হব , কারণ প্রাচীনকাল স্বজদর সবকিছু এভাবই লখা হাতা ; এটা কানা সংস্কার নয় , স্বীকার কার নওয়া । তখন সমাজ ছিলা গাত্র বা গাঁই ভিত্তিক ।মানুষ ও তার ধর্ম ছিলা মুক্ত ।

শষ আগুনর শিখার সহনশীল উপর হাত রখ নিজর কাজ , দায়িত্ব-পালন ও স্বপ্নপূরণর ব্যাপার তামার একান্ত ইচ্ছা জানাও ও ঘৃতাহুতি দাও ।

¶

যার অগ্নিসংস্কার সই সব কারব ।

¶

কারুর মঙ্গলকামনায় , কানা ইচ্ছা-পূরণর জন্য অনক মিলও কারত পারা। - লখাটা আলাদা আলাদা হব ; সবাই মিল পাঠ কারব ।

¶

অনুষ্ঠান বা আনন্দানুষ্ঠান বা য-কানা সময়ই কর না কন, অগ্নিসংস্কার কারল সবাইক লাড্ডু বা মিষ্টি বিতরণ কারব ।

¶

অগ্নিসংস্কার-এর ভাষা হব য ভাষায় সবাই কথা বল, তা'ই ।

¶

'বিভাস'-এ বছর অন্তত একদিন অগ্নিসংস্কার কারত হব । সদিন প্রার্থনা সংঙ্গীত কারব ; শষ সবাই একটিকার প্রদীপ বা মামবাতি জ্বালাব।

¶

৭ই পৌষ শিশুদর জন্য অগ্নিসংস্কার কর।

অগ্নিসংস্কার-এর পর পাখিদর উঠান জড়া কার খাবার ছড়িয় দব ।

দবারতি

৭ই অগ্রহায়ণ থক 'দবারতি'র আয়াজন । গৃহ ও বিভাস-এ প্রতিদিন একটি কার মাট তইশটি প্রার্থনা পাঠ করা এবং একদিনর ব্রত বা প্রার্থনাভঙ্গ করা । তারপর পরপর সাতদিন সবগৃহ ও বিভাস-এ সারারাত একটি মাম-শিখা বা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখা । এটা হালা 'দবারতি'র সাতদিন । 'দবারতি'র সপ্তম দিন অর্থাৎ ৭'ই পৌষ বড় কার 'অগ্নিসংস্কার' ও মিষ্টি বিতরণ করা ।

¶ **সূর্য্যবরণ** বৈশাখ বা গ্রীস্মর প্রথমদিন অথবা কানা একদিন অগ্নিসংস্কার - কার সূর্য্যবরণ করা। তালপাতা বা শালপাতায় য যরকম পারব , সইভাব সুন্দরকার শক্তি , দীর্ঘ-সুস্থ-জীবন , সমৃদ্ধি ও শৌর্য-বীর্য্যর জন্য প্রার্থনা লিখ আহুতি দাব ।

¶

সূর্য্যবরণর সাথ অথবা আলাদা কার আশ্বিন মাসর প্রথম পূর্ণিমার দিন একটি অগ্নিসংস্কার করা হয় । একটি থালায় সন্ধ্যারাত্র বিভিন্ন শস্য সাজিয় ,তাদর বন্দনা লিখ আহুতি দাও (স্বজ-রা তাদর সমস্ত বসতিগুলিতই এটা পালন - কারতা)। সাধ্যমতা সুগন্ধীচাল ও মুগডালর খিচুড়ী রান্না কার অতিথি ভাজন করাও ।

¶

সমস্ত অগ্নিসংস্কাররর শষ মিষ্টি বিতরণ করা ।

'বিভাস'এর অগ্নিসংস্কার

¶

একজনক এই অনুষ্ঠান পরিচালনা কারত হব ।উপস্থিত সভাজনর মধ্য যারা অগ্নিসংস্কার সম্পর্ক অবহিত তাদর মধ্য থক একজনক , পাচঁবছরর কমবয়স্ক শিশু নির্বাচিত কারব ।

অথবা ইচ্ছুক ও যাগ্যব্যক্তিদর নামগুলি টুকরা কাগজ লিখ ভাজ কার সবগুলি একসাথ রখ চাখবুজ য কউ একজন একটি নাম তুল নব ।স'ই বিধান

অনুযায়ী অগ্নিসংস্কার পরিচালনা কারব।য কারুর কাছ এটা হালা ব্রহ্ম পরমশ্ব-
রর দওয়া এক দুর্লভ কর্মভার । আর যদি বিভাসর স্থায়ী মা-সন্ত বা গুরু-সন্ত
থাক তব তারাই অনুষ্ঠান পরিচালনা কারব।

¶

যারা বিভাসর অগ্নিসংস্কার যাগ দব তারা তাদর ইচ্ছ বা প্রার্থনা শালপাতায় বা
তালপাতায় লিখ নিয় আসব । তারপর তা তারা নিজরা পাঠ কারব অথবা য
পরিচালনা কারব স পাঠ কারব , তারপর আগুন আহুতি দব ।

¶

অগ্নিসংস্কারর জন্য সবাই সামর্থ্যমত মিষ্টি বা লাড্ডু নিয় আসব । য বিভাস-
এর অগ্নিসংস্কার পরিচালনা কারব অনুষ্ঠান শষ স'ই লাড্ডু বা মিষ্টি বিতরণ -
কারব । অগ্নিসংস্কারর অনুষ্ঠান চলাকালীন এগুলা বদীর কাছ প্রতীকি আহুতি
হিসাব রখ দাও ।

¶

বিভাস-এর দখাশানা ও রক্ষণাবক্ষণর জন্য সই অঞ্চল থক একজনক নির্বাচিত
করা । স সাধারণত অনুষ্ঠান বা অগ্নিসংস্কার পরিচালনা কারব না ।

¶

কানাভাবই বিভাস কানা গাষ্ঠী বা পরিবার বংশপরম্পরাক্রম দায়িত্ব নব না ।

¶

সামর্থ্য অনুযায়ী সকলই বিভাস-এর মাধ্যম কাজ কারব।

¶

বিভাস-এর পরিচালক যদি পুরুষ হয় তব তাক গুরু-সন্ত বলা হব ; স সন্ন্যা-
সর ব্রত নব । স তার পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনদর সাথ যাগাযাগ রাখত
পারব না । তব স নিজর ইচ্ছায় গুরু-সন্তর দায়িত্ব ছড় দিত পারব ।
স অনুষ্ঠান পরিচালনা কারব । স্বাক্ষরতা ও শিক্ষাদান কারব । স্বজ-সন্ত-কথা
ও অন্যান্য শাস্ত্রসকল বিষয় অধ্যয়ন ও শিক্ষাদান কারব।

¶

মহিলা পরিচালক হাল তাক মা-সন্ত বলা হব । স'ও গুরু-সন্তর মতা একই
নিয়ম মন চলব ।

¶
মহিলা বা পুরুষ যথাক্রম পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন বছরর আগ মা-সন্ত বা গুরু-সন্ত - হাত পারব না ।
¶
'বিভাস'এর পরিচালকর ভরণপাষণর দায়িত্ব আঞ্চলিক ভাব স্বজ বা নমঃস্বজরা বা ভার্হূদীরা কারব অথবা পরিচালক মা-সন্ত বা গুরু-সন্ত নিজদর কানা কাজর দ্বারা নিজরাই অর্জন কারত পারব ।
¶
মৃতর ক্ষত্র তার উত্তরপুরুষ মৃতদহ 'দাহ' কারব ও (সব নমঃস্বজরা সনাতন রীতিত শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান কার থাক , এ ব্যাপার কানা বিধিনিষধ নাই ; সনাতন হিন্দুধর্মর নিয়মরীতি য যরকম পালন কর তাই কারব) 'বিভাস'এর গৃহ অগ্নিসংস্কার কারব । 'বিভাস' না থাকল অগ্নিসংস্কার নিজগৃহ'ও করা যা-ব।
প্রতিবৎসরান্ত স্মৃতিচারণ-অগ্নিসংস্কার কারত পারা।
¶
সামাজিকভাব যা সবাই পালন কর স ব্যাপার কানা বিধি-নিষধ নই ।
¶
অগ্নিসংস্কারর দিন কাগজ বা তালপাতা বা শালপাতায় মৃত পূর্বপুরুষর কাছ তার প্রতি কৃত সবকাজর দাষগুন ও তার আত্মার শান্তিকামনা লিখ , ঘৃতাহুতিসহ অগ্নিত দাও ।
¶ যহতু ভার্হূদী মত সব আত্মসত্ত্বাই ব্রহ্ম পরমশ্বরর আশ্রিত ও গতিপ্রাপ্ত তাই তার অনুষ্ঠান সবার ক্ষত্র একইরকম অগ্নিসংস্কারর দ্বারাই হব ।

ষষ্ঠ স্বজ - সন্তর
স্মৃতকথা

আত্মসৃষ্টিতত্ত্ব

¶ ভার্হূদ বল , সবকিছু কাথাথক এলা , এমন সুষ্ঠভাব চলছ কন ? কতদিন চলব ? মৃত্যুত কি সব শষ ? তারপর কি আছ ? জীবন কি এই জন্মই শষ না কি জন্মান্তর আছ ? কখনও না কখনও আমাদর মন এইসব প্রশ্নর উদয় হয় । কউ এই সব প্রশ্নর সামন অসহায় বাধ কর ; কউ নিজর মত একটা উত্তর খুজ নয় ; কউ পুরণা উত্তরক অবলম্বন কর ; কউ হতাশায় নিমজ্জিত হয় । তামাদর লক্ষ্য হওয়া উচিত , কীভাব তামরা উদ্ধার পাব ? কননা এইসব প্রশ্নর সামন তামরা স্বভাবতই পথভ্রষ্ট হও এবং হতাশায় নিমজ্জিত হও ! অতএব এইসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । এদর উত্তরগুলিক বল আত্মসৃষ্টিসুক্ত । সবাই অনুভব কর এইসব প্রশ্নর উত্তর দিয় তব অন্যসব ব্যাপার শুরু করা উচিত ।

ব্রহ্ম পরমশ্বর কি সব সৃষ্টি কারলা না কি স পরমশ্বরী ? না কি স নারী-পুরুষ বিরহিত সত্ত্বা ? স কি আলাদা কর সৃষ্টি কারলা ? স কি ছাটা-বড় ভদাভদ করলা , না কি বৈচিত্র্য আনলা , সৃষ্টিত বিভিন্নতা রাখলা ?

¶ ভার্হূদ বল , এইসব প্রশ্নর হাজার উত্তর সম্ভব । এদর কউ কাউক বাতিল কর না । কিছু বুদ্ধিহীনতা । কিছু মূর্খামি । কিছু বিজ্ঞান বা দর্শনর বিরাধিতা কর । কিছু সান্ত্বনামূলক , নিছক কল্পজগৎ সৃষ্টি কর আমাদর বিভ্রান্ত কারত চায় । কিছু নহাৎ অন্যর মতক বাতিল করবার জন্য বলা হয় । কিছু নিজর শ্রষ্ঠত্বর বড়াই । এরা সবাই বিতর্কর সৃষ্টি কর এবং সংঘাতর জন্ম দয় ।

¶ ভার্হূদ বল , প্রথম প্রয়াজন অতএব সংশয়র নিরসন । উপরর প্রশ্নগুলি আসল সংসয় থক উৎপত্তিলাভ কর ।

¶ ভার্হূদ বল ,প্রথম সংশয় চির ও ক্ষণস্থায়িত্ব নিয় । এটা ঠিকই ব্যক্তি হিসা-ব তামরা কউই থাকব না , কননা শরীর একটা পরিবর্তনশীল বিকাশ বা লীলার মধ্য দিয় লয় প্রাপ্ত হয় । কিন্তু তার বৈশিষ্টসমূহ সুপ্ত অথবা প্রকাশিতরূপ নতূন প্রানর মধ্য অর্পন সম্ভম । অর্থাৎ বিমূর্তর জগত তামরা আছা , থাকব !

¶ ভার্হূদ বল ,প্রানপ্রবাহ সৃষ্টিকালথকই আছ । সমস্ত প্রানর সই বিমূর্ত প্রতীক স'ই পরম । স আবর্তিত হয় চলছ অনন্তকাল এবং অসীমভাব বিরাজমান দ-

শ। এই ভাবই চলছ তার নিত্য প্রবহমান বিকাশ।সখান প্রত্যকই সই একই এবং জীবিতকাল তারই মত সম্ভাবনার অধিকারী । তব এককজন এককরক-মর কাজ ও বৈচিত্র্যর মধ্য নিজক বিকশিত কর । এখান ছাটা বড় বা অন্য -কানা ভদাভদ মূর্খামি ।

¶ ভার্হূদ বল ,অতএব নিজর মধ্য সমস্ত প্রান ও বস্তুপুঞ্জক এবং তাদর ধারণকারী দশ ও কালক কল্পনা কর । তখনই উপলব্ধি কারব তাক ও তার বিকাশর অজস্র সম্ভাবনাগুলি । বিজ্ঞান বা দর্শন বা শিল্পকলা এইসব বিভিন্ন শাস্ত্রর ভদাভদ মুছ যাব ।এই অনুভবই তার অনুভব ।

¶ ভার্হূদ বল ,তুমি নিজর জন্য বচ আছা মানই সবার জন্য বাচত হব । সবার জন্য বচ আছা মানই নিজর জন্য বাচ আছা । যদি ক্ষুদ্রতা বা একাকী-ত্বর সংশয় ভাগা তব স্বার্থপরতা দখত পাব । দখব জীবনধারণর মধ্য শুধু সংশয় আর দুশ্চিন্তা , শুধু যান্ত্রিকতা আর পাশবিকতা , কানাও আনন্দ নই ।

¶ ভার্হূদ বল ,অতএব কউ যদি সংশয় ও যান্ত্রিকতায় ও পাশবিকতায় আটকা পড় যায় , তব তাক আমার স্মরণাপন্ন হাত বলি । এও বলি আমা-দর জীবনধারণর মধ্য এইসব থাকা সত্ত্বও এইসবই শষকথা নয় ; তার প্রকাশই শষ কথা ।বয়সর সাথ সাথ আমরা য আনন্দ হারিয় ফলি সটাই তার সত্যিকারর রূপ । সইজন্য শিশুদর তামরা সাক্ষাৎ দবতা বল জানব । আমি তামাদর স্বপ্নর মধ্য সই শৈশবকই ফিরিয় নিয় আসি । যখনই সংশয় ভুগব , জানব আমি তামাদর স্বপ্নর মধ্য আসবা ।

¶ ভার্হূদ বল , অতএব প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞান যা আবিস্কার কর তা সই অনন্তই অর্থাৎ সৃষ্টি অনন্তকাল ধর আছ , থাকব ।

¶ ভার্হূদ বল , আমাদর মধ্যকার আশাই ঈশ্বর । আবার যখন তুমি হতাশ হও , তখন তুমি বিচ্ছিন্ন এটাও অর্থহীন নয় , কারণ এটাই সই ঐক্যর দিক নিয় আস আবার ।

¶ ভার্হূদ বল , অতএব সই প্রানপ্রবাহক ধারণ কর য শরীর , স'ই প্রথম আরাধনা । প্রথম পূজা অতএব তামার শরীরর জন্য রাখা । উপমায় তা -মামশিখার ন্যায় । স নিজই নিজর রক্ষক ।তব মাহ বা ভুল বা

বিচ্ছিন্নতাবশত স নিজর ধ্বংসও কারত পার ! কারণ এটাই তার স্বাধীনতা ! তার খন্ডঅস্তিত্বর মুক্তির পথ । আমরা এইভাবই প্রদত্ত ; আমরা এইভাবই অনন্তকাল বিকাশমান থাকবা ।

¶ ভার্হূদ বল , অতএব জীবিতকাল অন্যর শরীরক এবং নিজর শরীরক আরাধনা করা , সুস্থ ,সবল ও আনন্দর আধার হিসাব রক্ষা করাই প্রথম সাধনা ।অন্য কানা সাধনাই এই সাধনার পরিপন্থী নয় ।

¶ ভার্হূদ বল ,নিজর মনক অতএব শান্ত , সংযত কর এবং আনন্দর জন্য - সখান আয়াজন কর । আমি তামাদর জন্য তার দ্বারা প্ররিত এবং সবসময়ই অপক্ষা কর আছি ।

¶ ভার্হূদ বল , অতএব যাহাত তুমি সুস্থ , সবল ও আনন্দ অবস্থিত থাকা তাহাই ধর্ম । ধর্ম তামাদর প্রত্যককই দায়িত্ব দয় , নিজক ধারণ করবার জন্য নিয়মকানুন রচনার এবং সময়র সাথ সাথ তার পরিবর্তনর।

¶ ভার্হূদ বল , অতএব তুমি বচ আছা একথার অর্থই হালা নতূন নতূন বাধ , নতূন নতূন রূপ ও আনন্দ পূর্ণ হওয়া ।

¶ ভার্হূদ বল ,এই হালা সই দৈব পরিবর্তনশীলতা ; এটা ধ্বংসাত্মক নয় । এটা হালা নতূন-রূপ অঙ্কুরাদ্গমসম্পন্ন । বীজ যমন প্রানক সংরক্ষিত কর বা ধারণ কর ,কিন্তু আলা , জল ও হাওয়ার সংস্পর্শ স পরিবর্তিত হয় নতূন রূপ । এই পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ই স সংরক্ষিত হয় নতূন নতূন উপলব্ধির মধ্য দিয় ।

¶ ভার্হূদ বল ,অতএব স হালা এক প্রবহমানতা , যা তার সমস্তরূপর আড়াল নিজক প্রচ্ছন্ন রাখ, যমন সঙ্গীত , স কানা এক সময় তামার দ্বারা তৈরী কিছু নিয়মকানুনরূপ বীজর সংরক্ষণশীলতা শুধু নয় , তা হালা একটি পরিপূর্ণ বৃ-ক্ষর এবং নতূন নতূন বীজরও আশ্বাশ। স সনাতন ,প্রানসমগ্র সনাতন ,প্রানসমগ্র অনন্ত কিন্তু ধর্ম তা নয়!

¶ ভার্হূদ বল , অতএব যতরকম সৃষ্টিসুক্ত শুনছা তার সবই সত্য । কননা রূপর অনন্ত লীলা চলছ । তব এর কানাটাই শষ সুক্ত নয় । তামার নিজর জ্ঞান ও বিশ্বাশমত তুমিও একটা সৃষ্টিসুক্ত রচনা কারত পারা । আমার এইসব

রুচি নাই ।

¶ ভার্হূদ বল , এই সৃষ্টিসুক্তগুলি তামার সংশয়র অনক উত্তরর কানা একটি ভাষ্য । আমি উপলব্ধির কথা বলি । যদি কানা সৃষ্টিসুক্ত তামাক সই পরমর উপলব্ধিলাভ সাহায্য কর তব তা'ত বিশ্বাশ রাখা । আমি বলি আনন্দরূপই স আছ ।তামাদর স্বপ্নর মধ্য প্রতিনিয়তই আমি সই আনন্দক বয় আনছি।

¶ ভার্হূদ বল , অতএব তামার সৃষ্টি , কলা , সাহিত্য ,দর্শন ও বিজ্ঞান আস্থা রাখা । ভরসা রাখা তাদর উপর যারা এইসব বলছিলা ; আর বিশ্বাশ কর নি-জক । দখব সই পরমশ্বর ব্রহ্ম তামার নিজর মধ্যই , তামার জীবন-সমগ্রর ম-ধ্যই সই সমগ্র জগৎ ও নিজক সম্পূর্ণরূপ সৃষ্টি কার চলছ ।

¶ ভার্হূদ বল ,তামার চতনার দৃষ্টিক উন্মুক্ত কর , দখব তামার নিজর মধ্যই সই মহাপ্রলয় হায় চলছ ।আর তামার এই রূপ হালা দূর থক দখা সমুদ্রর শান্ত-ভাবর মত ; স তার মাথায় পর রয়ছ শ্বত মুকুট ।এটাই সৃষ্টির উপলব্ধি । জীবনর কানা শষ নই । বিনাশ নই প্রানর ।তুমি প্রতিদিন শরীর থক শরীর , মন থক মন ছড়িয় যাচ্ছা ; এটাই সই জীবন্ত সৃষ্টি-সুক্ত । সই জন্ম-যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তুমি ।তামার প্রয়াজন শুধু অনন্ত বিশ্বাশ আর অনন্ত স্বপ্নর । তামাদর জন্য আমি সই আশ্বাশ বায় আনছি জনা । ¶ ভার্হূদ বল , স - তামাদর জন্য আলাদা আলাদা স্বর্গ সৃষ্টি কর নি ; তার কাছ সবাই সমান । - স সবাইকই তার রাজত্ব নিয় যাচ্ছ !

¶ ভার্হূদ বল ,স তামাদর কারুর কারুর জন্য নরক বা আলাদা কষ্টর ব্যবস্থা কর নি ।সমস্ত অন্যায় বা পাপ থক স প্রত্যককই মুক্ত কর ; স নিজই বহন কর সই কষ্ট , কননা প্রত্যকই তার সন্তান , সব কষ্টই তার কষ্ট ।

¶ ভার্হূদ বল , অতএব সবার জন্য একটাই স্বর্গ ; সখান তামাদর সকলরই অবারিত দ্বার !

¶ ভার্হূদ বল , জীবদহর সীমাবদ্ধতা হতু আমাদর জীবনধারণর জ্ঞান প্রয়াজন । অতএব এটাই হালা আমাদর প্রথম জ্ঞাতব্য ; বিভিন্ন হাওয়ার প্রতিকূলতার ঝাপটা থক মামশিখারূপ প্রানক রক্ষা করবার উপদশাবলি।

¶ ভার্হূদ বল , প্রথম জ্ঞাতব্য হালা দায়িত্ব ; দায়িত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতা । এটা

মুক্তিরও পথ ! মুক্তি , কননা তুমি খন্ডপ্রান । তুমি , তুমি , এই পরিচয় ,কাল ,শরীর নামক পুঞ্জ সীমাবদ্ধ । তাক অতিক্রমনর উপায়ই দায়িত্ব ও স্বাধীনতা ।

¶ ভার্হূদ বল ,জগৎ কষ্ট পরিপূর্ণ ; কষ্টর উৎপত্তি হয় নিয়তি অথবা বাধঁনহীন আকাঙ্খা , লাভ , কামুকতা ও স্বার্থ-চিন্তা থক । তাই তামার চাই যথার্থ দর্শন ।

¶ ভার্হূদ বল , তামার সম্পদ দরকার ; সকলরই দরকার , তব তা অন্যক নিষ্ঠুরভাব প্রতারিত কর বা ঠকিয় নয় । অর্জিত সম্পদর ব্যয় হব প্রয়াজন ; তা ফূর্তি , উচ্ছৃঙ্খলতায় নিঃশষিত হওয়ার জন্য নয় ।তামাক ভালাবাসত হব অন্যদর এবং দখত হব জগত যন সুখ ও শান্তি বিরাজ কর ; তামার চাই যথার্থ লক্ষ্য ।

¶ ভার্হূদ বল ,মিথ্য আর'ও মিথ্যর জন্ম দয় এবং মানুষ তার চক্রব্যূহ পতিত হায় ধ্বংসর দিক চল যায় । পরনিন্দা বা মিথ্য অপবাদ শুধু অন্যকই কলুষিত কর না , য তা কর , তা তাকও সমানভাব কলুষিত কর ; অন্যক গালি দিল তা আবার তামার কাছই ফির আসব ।

¶ ভার্হূদ বল , অযথা বক-বক কর তুমি অন্যর সময় নষ্ট কারছা তাই শুধু নয় , নষ্ট করছা নিজকও , এইভাব শুরু হয় বিবাদ , ভুল বাঝাবুঝি , এমনকি এর পরিনতিত হাত পার ভ্রাতৃহত্যাও।

¶ ভার্হূদ বল , অতএব বন্ধুত্বর মর্যাদা দাও, মানবিক সম্পর্কগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও , সহনশীল হও , পরিমিতি রখ কথা বল।

¶ ভার্হূদ বল , অন্যর জিনিষ অপহরণ শুধু অন্যক বঞ্চিত কর না , তামা-কও তা পঙ্গু কর ।তামার নিজর ক্ষমতার প্রতি অনাস্থা জন্মায় , তামাক পরজীবি নাংরা কীট রূপান্তরিত কর এবং ঈশ্বরর এই সুন্দর পৃথিবীক তা একটি নরক পরিনত কর ।

¶ ভার্হূদ বল , ব্যভিচার জীবনক তার আশ্রয় থক , শিশুক তার স্নহ থক, পরিবারক তার শান্তি থক বঞ্চিত কর ।শুধুই শরীরি সুখর জন্য য সম্পর্ক তাই ব্যভিচার । তুমি স্বচ্ছায় বা স্বাভাবিকভাব তা কারত পারব না ; এই ধর-

ণর সম্পর্কর পিছন থাক কানা না কানা ক্ষমতাচক্র! কানা মানুষ বা মানুষী স্বাভাবিকভাব ব্যভিচারী নয় ।

¶ ভার্হূদ বল , সবার উপর রয়ছ সই জঘন্য হত্যা যা ঈশ্বরর সন্তানদর তার স্বর্গ থক বঞ্চিত কর ।এইসব বা এই জাতীয় সব অপকর্ম অতএব ত্যাগ কর যথার্থ কাজ কর । তা অন্যদর জীবন-যাপন কারত ও তা তৈরী কারত সাহায্য কর ।

¶ ভার্হূদ বল , তামাদর দরকার মানসিক শক্তির সঠিক প্রয়াগ ; খারাপ বা নিরর্থক ব্যাপার তাক নিয়াজিত না করা । তাক ফলদায়ী ও শুভদ হাত হব ।

¶ ভার্হূদ বল , শরীর-ধারণ-হতু তামাদর সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি রয়ছ । যমন কাম, ক্ষুধা ,তৃষা ।এগুলি তামাক ছাটা বা বড় বা অপবিত্র কর না ।এগুলি খারাপ বা ভালা ,এরকম নয়। তামাদর অস্তিত্বর পক্ষ আবশ্যিক এইমাত্র ।

¶ ভার্হূদ বল , তামার ক্ষমতা আছ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আকাঙ্খাগুলিক স্বীকার বা অস্বীকার , দুটাই করবার ।এদর উপর তামাক চপ বসত হব।

¶ ভার্হূদ বল , তামার জীবন জৈবপ্রবৃত্তিগুলির নিরসন ও আকাঙ্খার পূরণর মধ্য দিয়ই অতিবাহিত হব ; কিন্তু এটাই তামার জীবন নয়।এই সঠিক বাধিই জীবনর নির্দশিকা । তুমি ভুল ধারণার বশবর্তী হয় যদি এসবর মধ্য নিজক ডুবিয় রাখা , তব আর মানুষ হিসাব তামার জন্মই হব না । তুমি মনুষ্যরূপ শরীরমাত্র থক যাব ।

¶ ভার্হূদ বল , সবকিছুর পর , সবকিছুর জন্য ,সবকিছুর ত্যাগর জন্য তামার জীবন থাকব সাধনা । সাধনা অর্থাৎ যা তামাক লক্ষ্যর দিক নিয় যাব । এই সাধনাই জীবন ।

¶ ভার্হূদ বল , সাধনা তৈরী কর , রক্ষা কর , লালন কর । সাধনা শরীরর , সাধনা অন্তররও !

¶ ভার্হূদ বল , সাধনা তামার ভিতরর মানুষটিক ক্রমশ বিকশিত কর তাল ।- তামার জীবন তখন তার স্বরূপ-বাধ বিকশিত হয় ।তুমি লয়প্রাপ্ত হও তামার শ্রষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য ।

¶ ভার্হূদ বল , অতএব এই আত্মসৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশিত হাক আরিবান স্বজ নাম

বহনকারী কানা গাষ্ঠীর মধ্য ও তার থক অন্য গাষ্ঠী ও মানুষর মধ্য। যদি নমঃস্বজরা কানা মাহ্ বা নীচতা বশত এর থক বিচ্যুত হয়, তব তারা পতিত হব , অতএব তাই হব ।

¶ ভার্হূদ বল , অতএব স্বজ তথা নমঃস্বজ-দর মধ্য একটি সন্ত-গাষ্ঠী-পরিবার আদি-সন্ত-গুরু হব ও তাদর ধর্ম ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করব । অন্যথায় তাদর সবাই পতিত হব । অতএব তাই হব ।

অঘ্রাণর প্রার্থনামালা

¶ ভার্হূদ বল , ৭ই পৌষ অতএব তামাদর বৃণহাৎসব । সদিন স্বীকারাক্তি দব ,আকাঙ্খা জানাব ,প্রার্থনা কারব , সবাই মিল অগ্নিসংস্কার কারব , শষ মিষ্টিমুখ। এটাই তামাদর ব্রহ্ম পরমশ্বরর সবচয় বড় উৎসব । সদিন তামরা জগতর মঙ্গল-কামনা কর অগ্নিত আহুতি দব,শিশুদর সজ্জিত কারব নতূন - পাষাক , দিন গৃহ সজ্জিত কারব ফুল ও রাত মাম ও প্রদীপর আলাকমালায় সব সজ্জিত কারব।

¶ ভার্হূদ বল ,তার আগ পৌষর দিনগুলি মৌনব্রত ও উপাস কারব এবং তার আগর তইশ দিনর প্রতিদিন একটি কর প্রার্থনা সারাদিন আবৃত্তি কারব ও শষ অগ্নিত আহুতি দব।

১

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
তুমি এই সব কিছুর স্রষ্টা , পালক , বন্ধু ও সখা ;
তুমিই বিদ্যা দাও , তুমিই জ্ঞান-স্বরূপ , তুমিই এই সবকিছুর সব ।
তামার হতু মুক ভাষা পায় , পঙ্গুর মধ্য থাক পাহাড় ডিঙ্গিয় যাওয়ার শক্তি ;
তামার কাছ এই অগ্নিত আমি সব অর্পন করি ।

২

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
এই জগতর জড় ও চতন সবকিছুতই তুমি ব্যপ্ত এবং
এই সবকিছুও তামাত ব্যপ্ত হায় আছ ।
শরীর ধারণহতু আমি এক ভাগ কার নির্বাহ করি ;
কিন্তু আমার মধ্য যন এর প্রতি আসক্তি না থাক ,
যন ত্যাগ কারত সমর্থ হই ,
যন লাভ না করি ,
যন এই বাধ হয় এই জগৎ কাহারও নয় ;
তামার কাছ এই অগ্নিত আমি সব অর্পন করি ।

৩

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমি যন সমস্ত সৃষ্টিত তামাক দখি
আমি যন তামাত সমস্ত সৃষ্টিক দখি
আমি যন কাউক ঘৃণা বা ঈর্ষা না করি
তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

৪

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমি যন ভুল জ্ঞানর ও পথর বশবর্তী হায় অজ্ঞানরূপ ঘার অন্ধকার পতিত না হই ,
শুদ্ধ ও সঠিক ও স্বীকৃত শাস্ত্রর অন্তর্নিহিত বক্তব্যর উপলব্ধির পর'ও যন

আমি প্রথম দিনর মতই থাকি,
আমি যন জ্ঞানর মিথ্যাভিমানর আর'ও ঘার অন্ধকার পতিত না হই ।

তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

৫

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমি যন জ্ঞান-অর্জন ও কর্মসম্পাদন দুটাই কারত পারি ,
আমি যন এই দুইয়র মধ্য কানা ভদ না অনুভব করি ,
আমি যন জ্ঞান-বৃক্ষর বীজবপন ও শস্যবীজবপন এই দুইয়র মধ্য পার্থক্য না করি ,
আমি যন অনুভব করি প্রম ও ভালাবাসার এই একমাত্র উপায় ।

তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

৬

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমি যন বিনাশশীল সত্ত্বার পদলহ্ন বা চাটুকারিতার অন্ধকার প্রবশ না করি,
তামার আরাধনা কারছি সই হতু মিথ্যাভিমানর কানা অন্ধকার যন কখনও
আমার সত্ত্বায় না আস,

তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

৭

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
বিনাশশীল জড় ও প্রানসত্ত্বাগুলির রূপর সৃষ্টি ও লয়র য ছ'টার আড়ালর দ্বারা তামার সত্যর রূপ আড়াল করা আছ , তামার সাহায্য আমি যন তা সরিয় দিত পারি ,

আমি যদি ভুল পথ যাই তব য ঘার অন্ধকারর আচ্ছাদন আমাক আবৃত - কারব , তামার স্বপ্নদূত 'ভার্হূদ' যন তা সরিয় দিয় সঠিক পথর ঈশারা দয় ।

তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

৮

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমার বাক্য তামার রূপ জান না ,
আমার মন তামার ধারণা দয় না ,
আমার চাখ তামাক দখ না ,
আমার শ্রবণ তামাক শান না , কিন্তু
আমি জানি তুমি আমাদর এইসবর মধ্য দিয় নিজক জানা ;
আমরা যন রূপ,কথা,শ্রবণর বিভিন্নতায় পরস্পরক জন তামাকই জানি তামার কাছ এই অগ্নিত আমি সব অর্পন করি ।।

৯

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমরা যন আমাদর সবাইক রক্ষা করবার জন্য চষ্টিত হই ,
আমরা যন আমাদর সবাইক একইভাব পালনর জন্য চষ্টিত হই ,
আমরা যন আমাদর সবার জন্য বল লাভ করি ও একই উদ্দশ্যর জন্য চষ্টিত

হই ,
আমাদর পঠিত বিদ্যা,লব্ধ জ্ঞান ও আবিষ্কার যন আমাদর সবার মঙ্গলর জন্য চষ্টিত হয় ,
আমরা যন আমাদর পরস্পরক হিংসা না করি ।
তামার কাছ এই অগ্নিত আমি সব অর্পন করি ।।

১০

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমি যদি অশিক্ষা,দারিদ্র্য ও ভয়াবহ সর্বগ্রাসী অন্ধকারর দ্বারা আবৃত থাকি,
তব যন এই ঘার থক বরিয় , সাবধানী হয় ,
অন্যদর সাথ তামার পথ ও ভার্হূদ-এর স্বপ্ন-নির্দশিত পথ
জীবনক সঠিকভাব চালিত কার
দুর্গম পথ চলত পারি ও সফল হই ।
তামার কাছ এই অগ্নিত আমি সব অর্পন করি ।।

১১

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
‘বিভাস’এর সবা ও প্রমর কথা ভুল ,
আমাদর কাজর কথা ভুল ,
আমরা যন কখনও মিথ্যা পান্ডিত্যর বড়াই নিয় তামার কথা বল না বড়াই ,
আমরা যন শাস্ত্রজ্ঞ হায়ছি এই মিথ্যা জ্ঞানর ঘার ও কদাকার অন্ধকার পতিত হায় প্রম ও সবার কথা বিস্মৃত না হই ,
ওম ভার্হূদ ! তামার স্বপ্নদূত আমাদর ‘বিভাস’এর কাজর কথা স্মরণ করিয় দিক ,
তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

১২

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
কানা তত্ত্ব দিয় নয় ,
‘বিভাস’এর মাধ্যম সবাইক সবা ও প্রমর মধ্য দিয় ,
আমি যন সবকিছুক তামার পরম্পরাক্রম বিকাশমান ও আনন্দময় বল জানি ,
তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

১৩

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
সমুদ্রতীর দাড়িয় ভার্হূদ যমন স্বপ্ন কানা এক আলাকবিন্দুর মিলিয় যাওয়া ও উত্তরণর মধ্য দিয় সাতসন্তদর দখিয়ছিলা ,
সইরকম , নদীদর বহুপথ শষ মিলিত হওয়ার মতা ,
আমি যন সমস্ত মানুষ , সবা ও প্রম বিলীন হওয়ার মধ্য তামাক উপলব্ধি করি ।
তামার কাছ এই অগ্নিত আমি সব অর্পন করি ।।

১৪

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
কউ যদি মূর্খ ও নিরক্ষর থাক ,তব
আমি যন তা মন না নিই ,
আমি যন সবসময় সত্যি বলত পারি ,
আমি যন মার্গ থক বিচ্যুত না হই ,
আমি যন পরশ্রীকাতর না হই ,
আমি যন মাতা-পিতা-ভাই-ভগ্নী-বন্ধু-স্বজন-স্ত্রী-সন্তান-প্রতিবশী সবার প্রতি

সমদর্শী হায় দায়িত্ব পালন , ‘বিভাস’এর মাধ্যম প্রম ও সবায় নিযুক্ত হই , -
যন কখনও এই দায়িত্ব থক বিচ্যুত না হই ।
তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

১৫

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমি যন সকলর মধ্য তামাক দখি ,
আমি যখন কারুর জন্য কিছু করি যন তার হায় তার কথা ভব করি , আমি
যন প্রতিদানর কথা আশা না করই দিত পারি এবং যখন কাউক কিছু দিই -
যন শ্রষ্ঠটাই দিই ,
আমি যন ভয় বা লাভ বা প্রত্যাশার বশবর্তী না হায় ‘বিভাস’এর পরম
আদর্শ ও জীবনর একমাত্র লক্ষ্য ‘সবা ও প্রম’ বলই আমার সর্বস্ব দিই

তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

১৬

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমাক এই বাধি দাও যন দুঃখ আমাক বিহ্বল না কর ,
আমাক এই বাধি দাও যন সুখ আমাক মূঢ় না কর ,
আমাক এই বাধি দাও যন ইন্দ্রিয়গন আমাক পীড়িত না কর ,
আমাক এই বাধি দাও যন তা আমাদর মাক্ষর সন্ধান দয় ,

তামার কাছ এই অগ্নিত আমি সব অর্পন করি ।।

১৭

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমাক এই বাধি দাও
আমি যন শাশ্বতক ,অনিত্যক উপলব্ধি কার জীবনক সকলর জন্য ,
আমি যন তাক উপলব্ধি কার এই জগতর প্রতিটি ধূলিকনা ও প্রানর সুখর
হিতর জন্য অতিবাহিত করি ,
আমাক যন জন্ম-মৃত্যু বিহ্বল বা বিমূঢ় না কর ।
তামার কাছ এই অগ্নিত আমি সব অর্পন করি ।।

১৮

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমাক এই বাধি দাও যন আমার মন এক বিষয় স্থির থাক ,
আমি যন কর্মসম্পাদনর আগই তার ফলপ্রাপ্তি সম্পর্ক না ভাবি ,
আমাক যন ফল না-প্রাপ্তি আশাহত না কর ,
আমাক যন প্রতিবারই তামার বাধি নিরাসক্ত ও সুখী মন পুনরায় কর্ম রত কর
।।

১৯

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমাক এই বাধি দাও যন সুখ-দুঃখক আমি জীবনর নিত্য সহচরী মন করি ,
আমাক এই বাধি দাও যন দিশাহারা বা বিকারগ্রস্ত না হই ,
আমাক এই বাধি দাও যন প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তি আমাক আন্দালিত না কর,
আমার ভয় , ক্রাধ ,অলসতা , কামনা ,আসক্তি ,আকাঙ্খা , সব আমি তামার
কাছ এই অগ্নিত অর্পন করি ।।

২০

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমাক এই বাধি দাও যন ,
জল যমন তরণী ,
হাওয়ার উপর ভর দিয় যমন বিহঙ্গ ,
স্থল যমন রথ বা অশ্ব ,
আমিও যন সইরকম ইন্দ্রিয়সকলক ব্যবহার করি ,
আমি যন তা'ত আবদ্ধ না হই ,
আমি যন স্বীকার ও অস্বীকার সমদর্শী হই ,
সবকিছুর উপর তামার ভাবনা , আমি ও জগৎ এই সত্ত্বার ভাবনা যন আমাক অধিকার কর রাখ ;
তামাক উপলব্ধির সই পরম প্রশান্তিত তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

২১

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমাক এই বাধি দাও যন
আমি দহ-ধারণ-হতু কর্ম এই জন্য করি য এ'ত তামার প্রকাশ ;
আমি যন ইন্দ্রিয় সকল আমাক ভুক্ত ও জীর্ণ করবার পর , দ্রষ্টা হিসাব নিজর সত্ত্বাক ও তামাত তাক ও সত্ত্বাত তামাক দখি ;
আমি যন ইন্দ্রিয়সকলর নিবৃত্তির কারক হিসাব দ্রষ্টারূপ স্বীয় সত্ত্বাক ও তামাত তাক ও সত্ত্বাত তামাক দখি ;
আমি যন সকলর জন্য প্রম ও অগ্নিসংস্কার তামাত সবকিছুক দখি ;
আমি যন সন্তানর জন্মর আগর ইন্দ্রিয়গনর কাছ ভুক্ত ও জীর্ণ হওয়ার পর দ্রষ্টা হিসাব স্বীয় সত্ত্বাক , তামাত তাক ও সত্ত্বাত তামাক দখি ;
আমি যন এই উপলব্ধিক পরমর উপলব্ধি হিসাব প্রম ও সবায় উৎসর্গ করি ;

‘বিভাস’এর ভাবনায় ও কর্মযজ্ঞ তামার কাছ , এই অগ্নিত আমি সব অর্পন করি ।।

২২

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমাক এই বাধি দাও যন ,
আমি নিষ্ঠা ও সাধনায় মনক অচঞ্চল ও নিরুদ্ধ কারত পারি ,
আমি যন ঈর্ষা , লাভ ,কাম , লালসায় পীড়িত না হই ,
আমাক যন দুঃখবাধ বিচলিত না কর ,
আমাক যন জ্ঞান ও কর্ম , প্রম ও সবার পথ থক কানা কিছুই ভ্রষ্ট না কর ;
তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

২৩

¶
হ ব্রহ্ম পরমশ্বর ,
আমাক এই বাধি দাও যন
আমি কখনও কাম ও ক্রাধর বশীভূত না হই ;
আমি যন তৎক্ষণাৎ ‘বৃণহ’ স্পর্শ কার তামার স্বপ্নদূত ভার্হূদ-এর স্বপ্নস্মৃতির পুনর্জ্জীবন সমর্থ হই ;
আমাক যন তামার উপলব্ধি আচ্ছন্ন কার রাখ ।
তামার কাছ এই অগ্নিত আমার সব অর্পন করি ।।

ঈযাতাহা
সুভাক
ওম ব্রহ্ম , ওম সাহম
ওম ব্রহ্ম , ওম ভার্হূদ
ওম ব্রহ্ম , ওম বৃণহ , ওম সাহম

সুভাক সুভাক সুভাক
ওম ঈযাতাহ , ওম ব্রহ্ম , ওম সুভাক

সপ্তম স্বজ - সন্তর

স্মৃতকথা

‘স্মৃতকথা’র সমস্ত অংশগুলি বার বার পাঠর ফল সপ্তম-সন্তর মন অজস্র প্র-শ্নর উদয় হয় ।। তখন স গভীর চিন্তায় মগ্ন হয় প্রশ্নগুলি বার বার মনর মধ্য উত্থিত কারত থাকল একসময় তার চতনস্থিত সত্ত্বায় , স্বপ্ন ভার্হূদ-এর সাথ সাক্ষাৎ ঘট! প্রশ্নাত্তরর আকার স লিপিবদ্ধ কর সই অংশ ! তব ভার্হূদ-এর কাছথক সপ্তম-সন্ত আদিষ্ট হয় য এই অংশটির মধ্য ‘স্মৃতকথা’র কানা নতূন উদ্ভাস নই । আর তাই তা যন সংকলনর শষ গ্রন্থিত হয় এবং প্রশ্নাত্তরর আকারই লখা হয় ।।অতএব তাই হ্যালা ।।

¶
স:স: আমিতা নিজক হিন্দুমতাবলম্বী বল মন করি , এর স্বরূপ কি?
ভা: সবধর্মর একই স্বরূপ ।তব রূপ আলাদা।রূপ অর্থাৎ য-রূপ তুমি এই সাক্ষাৎ-এর পর দর্শন কর বা করাও। হিন্দুমত অর্থ স্বরূপত সৃষ্টিতত্ত্ব যা ব্রহ্ম থক উদ্ভূত।ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমশ্বর ; য হ্যালা গুণী,খয়ালী,লীলাময়,অজর মহা-চতন।
¶
স:স: তব য এত দবদবী, অবতার এদর পূজা হয় ?
ভা: রূপর পূজায় যারা আসক্ত থাকত চায় আমি তাদর দাষ দিই না ।তব তার মাধ্যম পরমক পাওয়ার কিছু বাধা উপস্থিত হয় ।যাদর জন্য যা শ্রয় ।-তামরা এটাই মানব যা স্মৃতকথায় আছ ।অন্যথায় তামাদর পতন হব ।
¶
স:স: কিন্তু এর কিরূপ সামাজিক প্রতিক্রিয়া হব?
ভা: দখ , তামরা সবাই তার সন্তান! তামরা প্রত্যক স্বতন্ত্র ।কিন্তু ভূয়াদর্শনর

ফল কাজভিত্তিক গাষ্ঠী কারছা।পরমশ্বর তামাদর মুক্ত রখছ, তাই এত স বিচলিত হয় না।তব তা যদি পরস্পরর কৃত্রিম ঘৃণা বা অবিশ্বাশর কারণ হয়,তব পরমশ্বর দুঃখ পায়।কিন্তু তার জন্য স তাদর স্বাধীনতা হরণ কর না ।তার সন্তানরা য গুণী!তাদর স্বরূপ উপলব্ধি হবই।

¶

স:স: কিন্তু আমাদর পরিচয় কি তব এই প্রত্যাখানর মধ্য দিয়ই চলত থাকব ?

ভা: দখ পরমশ্বররর সহস্র নাম! কিন্তু একটা নামও বলত পারা যা তার কাজ - বাঝায়! জগত সব কাজই তামার কাজ ,তার কাজ।সবার সবাই তামার ঈশ্বর সবা।য সবা কর সও গুণী,কউ দাস বা শূদ্র বা অন্যর দাস নয় ।স্বাধীনতা য বিসর্জন দয় স গুণী নয় ।ঈশ্বররর সন্তান হিসাব স পরিচয় দব কীভাব যদি না স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানর জন্য স সব দিত প্রস্তুত থাক? এ জগত রূপ যার আছ, রূপ য আত্মপ্রকাশ কারছ,স তা গুণী ।পরমশ্বররর কাছ তার পরিচয় ততটুকু যতটুকু মালিন্যহীন।

¶

স:স: তব আমাদর সত্যিকাররর পরিচয় কি?

ভা: সন্তান; তামরা তার সন্তান।তামার পূর্ববর্তী সন্তদর কাছ একথা প্রকাশিত - হায়ছ য তামরা তিনটি গাত্র বঙ্গদশ এসছিল। কিন্তু সংসার যহতু নাম চল ,আর তামাদর তিন শতাধিক বৎসররর পরম্পরাক্রম সাতসন্তর এই সাধনার জন্য পরমশ্বর তামাদর আরিবান স্বজ থক উদ্ভূত বা স্বজ বা নমঃস্বজ হিসাব পরিচিত হওয়া স্বীকার কার নিয়ছ,অতএব সটাই তামাদর পরিচয়।তব তামাদর পূর্বপুরুষদর কাছ শ্রুতি হিসাব কাশ্যপ থক উদ্ভূত এই সৃষ্টি তত্ত্বর কীর্তিবান ও উরিবান থকই আরিবান এবং তাদর পূর্বজ নমস হইত সৃজ বা অপভ্রংশ নমসসৃজ বা নমঃস্বজ বা নমস +স্বজন -- নমঃস্বজন -- নমঃস্বজ ;এটা তামা-দর শ্রুতিত অনাদিকালথকই ছিলা , সাতসন্তর সাধনায় তা প্রতীকিভাব এবং আদি-সন্ত-গুরু শ্রী শ্রী হরিচাদঁর কাছ তা স্পষ্টভাব প্রকাশিত হায়ছ।

সব নামই ভূয়াদর্শন এর ন্যায় ,তা থক মুক্তকরবার জন্য পরমশ্বর স্বতঃই সজাগ।তব শরীর ধারণহতু কিছু ভূয়াদর্শন থাকতই পার।যারা মুক্ত হওয়ার

সাধনা কারব স তাদর তৎক্ষণাৎ তা থক মুক্ত কারব।

¶

স:স: স্মৃতকথার সৃষ্টিসুক্তর ভিন্নতার কারণ কি?

ভা: যদি মনাযাগী হও তব দখব ,ব্রহ্ম বা পরমশ্বর থক উদ্ভবর যতগুলি সৃষ্টিসুক্ত আছ, সবই আপাতদৃষ্টিত ভিন্ন।কিন্তু গভীরভাব অধ্যয়ন কারল দখব সবই এক।তামাদর সাধকদর জ্ঞান ও শিক্ষা অনুযায়ী সহজভাব স সব উপলব্ধি করায়।তামরা স্বজরা বা নমঃস্বজরা স্মৃতকথা পড়ই বিশষভাব তাক উপলব্ধি - কারব।

সমস্ত নমঃস্বজ বা স্বজ-রা তামাদর প্রতি আদিষ্ট স্মৃতকথার পালন ও 'বিভাস'-এর মাধ্যম মানবসবায় 'সুরলাক' ঈশ্বরর কাছ মিলিত হব ও জগত গুণী হিসাব জীবন-যাপন কারব।

তামরা সৎ হও, সাহসী হও , সবাপরায়ণ হও ও নির্ভীক থাক ! পরমশ্বর - তামাদর রক্ষা কারব।তামরা কর্মযাগী হও।

¶

স:স: আর'ও য সকল শাস্ত্র আছ সসবর ব্যাপার কী কর্তব্য?

ভা: এ প্রশ্ন অবান্তর।'স্মৃতকথা'য় ত' পরমশ্বর বালছ সকলই জানিব ।

¶

স:স: কিন্তু সামাজিকভাব য সকল রীতি অনুসৃত হয়,য সকল 'অবতার' বা '-দবতা'র রূপর পূজা হয় স ব্যাপার আমাদর কী কর্তব্য ?

ভা: সামাজিক অনুষ্ঠান সামাজিকভাব অংশগ্রহণ কারব ।কিন্তু জানিব তামাদর পরমশ্বর একান্ত প্রতিদিনকার জীবন স্মৃতকথা অনুসরণ কারত বালছ।অন্যথায় নিশ্চয়ই তামাদর পতন হব।সমগ্র স্মৃতকথা ভালকার অধ্যয়নর ফল নির্দশিকা তামরা পয় যাব ।

গা,শূকর ইত্যাদি প্রানী মাংস ভক্ষণ কারব না।আকাশ বিচরণ কারী পবিত্র পক্ষীকূলর প্রানসংহারর কারণ হব না।বাড়ীর উঠান সামাজিক রীতি অনুযায়ী তুলসীমঞ্চ কারত পারা।তব রূপর পূজা তামরা সামাজিকভাব বা বারায়ারী উৎসব কারত পারা।

‘বৃণহ’ ধারণ কারব । য কানা সময় যখন তামার আচরণ স্খলন হব ,বৃণহ স্পর্শ কারব।কিন্তু বৃণহ প্রদর্শন কারব না ।

¶
স:স: কিন্তু ‘নমঃস্বজ’রা যারা নিজদরক শুধু নীচ নমঃশূদ্র বাল জান এবং অশিক্ষিত ও হতদরিদ্র অবস্থায় আছ তাদর কী আচরণ হব?
ভা: নিজর প্রতি অবিশ্বাস বা আত্মবিশ্বাসর অভাবই এর কারণ।তব তারা সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞ নয় ,সত্যি রয়ছ তাদর আত্মায় ,তাদর তীব্র ইচ্ছ ও মুক্তির আকাঙ্খায় ।স্মৃতকথার পাঠমাত্রই তারা এটা উপলব্ধি কারব। তামাদর মধ্য অনক সন্ন্যাসী ,মঠবাসী ও মাহান্ত আছ।তামাদর পরিচালিত সবাপ্রতিষ্ঠানও আ-ছ।
নিজদর প্রতি আত্মবিশ্বাসী হও ।অগ্নিশুদ্ধি করা।পঞ্চদশ বৎসরকালর মধ্য সব একাদশবর্ষ উত্তীর্ণ শিশুদর জন্য অগ্নিশুদ্ধি করা ও বৃণহ চিহ্নর স্পর্শ কার প্রার্থনা ও স্বীকারাক্তি করাও এবং বৃণহ ধারণ কারা।পরমশ্বর তামাদর রক্ষা -কারব।
‘স্মৃতকথা’য় পরমশ্বরর সব বার্তাই আমি জানিয়ছি তামাদর ।তামাদর মতা -কার ধর্মর সারাৎসার তার মধ্য রয়ছ ।যদি অনুসরণ কর, ‘স্মৃতকথা’ পাঠ ক-রা ও অগ্নিশুদ্ধি কার বিভাস এর মাধ্যম সবায় রত হও তব তামরা তার আরও মহান দায়িত্ব পাব ।
তব পঞ্চদশ বৎসরকালর মধ্য তামাদর এটা গ্রহণ কারত হব কননা আরও বহু কাজ আছ।তামরা যদি অধিক অর্জিত অর্থ সঞ্চয় কর ,অযথা অপচয় না করা, যদি মন করা তামার এই অর্থ পরমশ্বরর দান ,যা’ত কি না তুমি ,অ-নক মানুষর জীবন ও জীবিকা-নির্বাহর ও উন্নতির সংস্থান কারত পারা ,তব অর্থ তামরা অর্জন কারত পারব।
তামরা এক নির্বাচিত গাষ্ঠী। সপ্তর্ষির ও আরও বহু সন্ত ও সমাজসবীদর তিনশত বৎসরাধিকালর সাধনার ও নির্লাভ থাকবার এই স্বীকৃতি তামরা গ্রহণ করা।য কানা কাজ ,ব্যবসা বা শিল্প বা কৃষি বা ধরা খাবার প্রস্তুতর দায়িত্ব , সব ক্ষত্রই কীভাব পালন কারব তা স্মৃতকথায় বলা আছ।প্রথম ও শষ ভাবনা

যা’ত তামার প্রতিবশীর কানা ক্ষতি না হয় ।যদি বিচ্যুত হ’ও তব চরমতম শাস্তি দব স ।যদি এই দায়িত্ব মৃত্যুও বরণ কারত হয়, তবুও সুরলাক তামার দ্বার অবারিত থাকব।তামার সন্ততিদর স লক্ষ্য রাখব প্রতিমুহূর্ত ।

¶

স:স: হিন্দুধর্ম ত’ বহু দবদবী আছ ,তাদর পূজার কি হব?

ভা: দখ প্রণালী পার হ্যত কী প্রয়াজন? যুবকর কাছ অশ্ব কিন্তু বৃদ্ধর জন্য অশ্বারাহী যুবক।

তামরা ওই সবকিছু কারব বারায়ারী অনুষ্ঠান ও সবার সাথ মিল।যমন মথুরায় কৃষ্ণ ,কৈলাশ শিব,আশ্বিন দুর্গা,মাঘ সরস্বতী এইসব সামাজিক অনুষ্ঠান তামরা বহুকাল ধর আছ্য এবং থাকবও।

‘স্মৃতকথা’ তামাদর সংসার-প্রণালী পারর অশ্ব।তামাদর অশষ যন্ত্রণাভাগ,বা-ধাদয়,নিষ্ঠা ও কয়ক শতাব্দীব্যাপী সাধনার পুরস্কার।আজ থকই অগ্নিত চিত্ত শুদ্ধি করা।এই জানিব ‘ওম বক্ষ্ম ,ওম সাহম ’ ।স তামাদর ভালাবাস।তাক সাথ রাখা স তামাদর পাশই আছ সর্বক্ষণ।তার থক বিচ্যুতির কানা সুযাগ নই ।‘স্মৃতকথা হ্যলা তামাদর কাছ আত্মার সাথী ।ধীমন হও ।

¶

স:স: কিন্তু আমরা দখছি ‘অনক ভীত’ ,‘অনক গ্রন্থর শ্রষ্ঠত্ব নিয় দ্বিধাগ্রস্ত’ ‘অনক প্রাচীনতা নিয় তর্ক রত’।তাদর কথা হ্যলা পুরানা বা সনাতন হ্যলা - শ্রষ্ঠ!

ভা: দখ যারা ‘ভীত’ তারা ‘গুণী’ নয় ;যারা গ্রন্থর শ্রষ্ঠত্ব নিয় ভাবছ তারা জান না ধর্মর স্বরূপ কী ।যারা প্রাচীন বাল মাথা খারাপ কারছ তারা ভুল যায় ধর্ম অমরত্বর পাথয়।তুমি সন্ত ,বিনীতভাব তার কথা শানা তামার কাজ ,সব - স্বজসন্তদরই তাই কর্তব্য।

দখ ধর্মর সহস্র বচন কিন্তু তার মধ্য থক একটি জীবনধারা তৈরী করা যার ম-ধ্য তার সারাৎসার নিহিত থাকব তাই পাথয়।তা না হ্যল ত’ তা শুষ্ক কথা,পাণ্ডিত্যর বড়াই মাত্র।তাক অনুসরণ কার য ‘মুক্তি ও ধর্মর পথ’ পাওয়া যায় না স ত’ তামাদর দশর কয়ক হ্যজার বছরর ইতিহাসই প্রমান কর।

তামাদর কাছ অর্থাৎ স্বজ বা নমঃস্বজদর কাছ সমগ্র জগৎই 'ভার্তূৎ-ভূমি' ।-
তামরা অবশ্যই স্মৃতকথা অনুসরণ কারব ,কারণ এটাই তামাদর মুক্তির পথ
যা তামরা সাধনা কার অর্জন কারছা এবং তামরা তা অনুসরণ করা।

¶
স:স: এটাই কি শষ 'স্মৃতকথা' ?
ভা: দখ, সাধনার কানা শষ ফল হয় না।সইজন্য বলা হয় অনুসরণ কর ,'ফ-
লর' কথা পথ পড় থাক।তামরা গুণী ,'ফললাভ' তামাদর অস্তিত্বর ধর্ম নতুবা
আকাঙ্খা থক বদনাবাধর অনুভব হব।কিন্তু এগিয় যাওয়াই তামার কাজ।
যদিন থক তামরা 'বৃণহ' ধারণ কারব ও 'স্মৃতকথা' অনুযায়ী 'বিভাস'এ
নিযুক্ত হব বা বিশ্বাস কারব ও অগ্নিশুদ্ধিত পরমশ্বরক স্বীকারাক্তি দব,সদিন থ-
ক পুরনাকথা অতীতমাত্র ; যমন বৃক্ষ মন রাখ না তার ঝর যাওয়া পাতা -
তামরাও সইরূপ সইসব ভুল মহৎ জীবন নির্মান ব্রতী হও।

¶
স:স: অশিক্ষা ও দারিদ্র্যর বাধা কীভাব দূর হব ?
ভা: অশিক্ষার প্রথম নিরসন 'স্মৃতকথা'য় যা পাঠ করা প্রতিদিনকার কাজ ; এ
ব্যাপার সম্পূর্ণ নির্দশিকা 'স্মৃতকথা'তই আছ ।
দারিদ্র্যর জন্য তামরা সাধনা থক বিচ্যুত হব না ।কারণ তা দূর করা তামাদর
সবার যৌথ দায়িত্ব ।
'স্মৃতকথা' তামাদর সই আত্মবিশ্বাস দব । এই জান ।
'ওম ব্রহ্ম ,ওম সাহম ' । ' তামাক আরাধনা করি হ ব্রহ্ম, পরমশ্বর, তামাক
জন আমি নিজক জানি ,ও আমাক জানি আবার আমাক জনও আমি তামা-
কই জানি । সাহম।'

¶
স:স: কিন্তু অনকই পুরানা রীতিনীতি মন চলত চায় , তাদর কাছ এটা
'সনাতন' ,তাছাড়া 'পাপর তত্ত্ব' তা রয়ছই !
ভা: দখ,পরমশ্বর তামাক গুণী কার সৃষ্টি কারছ কারণ স নিজই গুণী এবং

গুণী হিসাব নিজর সৃষ্টির মধ্য ‘সৃষ্টি’র ‘আনন্দস্বরূপ’ হায় থাকত চায় অর্থাৎ আনন্দরূপ অমৃতস্বরূপ যার প্রকাশ।
এখন রীতিনীতিকই মাত্র যারা ধর্ম বাল মান তারা ত’ গুণী নয়। য গুণী নয় সই ‘দহ-মাত্র’ , সই শয়তানর বশীভূত হয়। সই অবস্থা থক উত্তারণর সাধনাই পরমশ্বরর সাধনা।
এই ‘চষ্টা’টা যার নই তাকই কবলমাত্র সামাজিকভাব পাপী বলা যায়।কিন্তু পরমশ্বরর কাছ কানা পাপী-বিশষ নই ।পাপর তত্ত্ব লাকাচার মাত্র ।
আর ‘রীতিনীতি’র য তত্ত্ব তা ধর্ম’ও নয়, সনাতন’ও নয়। ‘স্মৃতকথা’য় - তমন আহামরি কানা রীতিনীতি’ই নই ।
তামরা ‘সপ্ত’ ঋষি মানবসবায় ব্রতী থাকত চয়ছিল ও সবাইক ব্রতী কারত চ-য়ছিল ,তাই যটুকু আছ তা শুধুমাত্র ‘বিভাস’র জন্য আবশ্যিক ।আর তামাদর এই ‘সাধনা’র উত্তরসুরী হিসাব ‘আরিবান স্বজ’ এই শব্দদুটি সৃষ্টি হালা এবং তামরা গাষ্ঠী হিসাব ‘আদিষ্ট’ য নমঃস্বজ এই পরিচয় ‘বিভাস’এর জন্য স্বদীক্ষিত হব।অন্যথায় তামাদর পতন হব ।তামাদর আদি-সন্ত-গুরু শ্রী হরিচাদঁ এর কাছ তা বহুপূর্বই প্রকাশিত।

¶

সঃসঃ কিন্তু স কথা প্রচারিত হয় নি , তাছাড়া পূর্বপুরুষর শ্রুতিত আমরা ভিন্ন উৎস পাই। এর কারণ কি ?
ভাঃ দখ তামরা গাষ্ঠী হিসাব তিনটি গাত্র থক এসছা প্রথমত কাশ্যপ যা সবচয় বড় গাষ্ঠী ,দ্বিতীয়ত গৌতম এবং তৃতীয়ত ভরদ্বাজ ।আর তামাদর প্রতি পর-মশ্বরর নির্দশ ছিলা গাত্র-ভিত্তিক সন্ন্যাসবাদী হিন্দুধর্ম পালনর ।কিন্তু তা থক বিচ্যুতি হায়ছিল ।সই কারণ এবং বিধর্মী রাজপুরুষর রাষ তামাদর স্খলন হয় ।পর সবচয় বড় গাত্র তামরা গ্রহণ কারছা।আদিষ্ট নাম তা’ও আছ ।আমা হইত মারিচ , মারিচ হইত কাশ্যপ ।কাশ্যপর পুত্র নমস ।নমসর পুত্রদ্বয় কীর্তিবান ও উরুবান ।তাহার পর সূর্য্যবংশীয়দর সাথ মিশ্রণ এবং মধ্যবঙ্গ অন্য দুই গাত্রর সাথ মিশ্রণ ।কাশ্যপ তামাদর আদি-গাত্র বা প্রতিষ্ঠাতা-গাত্র ,তাই বলিয়া অন্যরা বাদ যায় কন ! সকলই ত’ আমা হইত জাত ইহার কানা

চরম অর্থ নাই। সই জন্য তামরা আরিবান স্বজ হইত জাত ইহাই নতূন প্রকাশ।তব নমস হইত আদিত সৃজ বলিয়া নমঃস্বজ ইহাই জানিব ।
এই আদিষ্ট স্মৃতকথাগুলি অনুসরণ করিও না হইল পুনরায় তামরা শয়তানর বশীভূত হায় নীচুধরণর কাজ ও মানসিকতার জন্য ক্রমশ ধ্বংসর দিক চল যাব ।তব প্রতিটি মুহূর্তই এইভাব সতর্কিত হব ।পরমশ্বর তার কানা সন্তানরই পতন চান না,তাহার কাছ মনুষ্যাচিতা ভদাভদ নাই ।এটা এখন তামাদর।তব সন্ত হিসাব য হতু তামরা কউই এর স্বত্বাধিকারী নও,তাই সইভাব এর প্রচারর ব্যবস্থা কর। আমি প্রতিনিয়তই তামাদর স্বপ্ন-দর্শনর মাধ্যম আলাকিত কারবা ।যদি তামরা সৎ থাক ,নির্লাভ হও ও 'বিভাস' দায়িত্ববদ্ধ হও, তব আমি প্রতিমুহূর্তই তামাদর কাছ নতূন নতূন আলাক উদ্ভাসিত কারবা।
আর আমি তামাক সংশয়মুক্ত হায় 'সাধনা'য় মগ্ন হাত আদশ কারছি।য সাতটি 'প্রার্থনা' উন্মাচিত হায়ছ , সগুলি ছাড়াও সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রার্থনা-সুক্তগুলি প্রকাশিত হব তামার চতনায় ।সংশয় মুক্ত হও , ধীর ও ধীমন হও।

¶

স:স: কিন্তু শ্রী হরিচাঁদ আদি-সন্ত-গুরু হওয়া সত্ত্বও তা প্রচার করন নি কন?
ভা: দখ, জমি তৈরী না হাল তাত বীজ ছড়াল কী হব? বীজ নষ্ট হায় যাব অথবা অন্যর দ্বারা ভুক্ত হব।তার থক কানা নতূন মহীরূহ হব না ।তাছাড়া শ্রুতি হিসাব এ বীজ তামরা বহুকাল ধরই বহন কারছা কিন্তু রাজা আদিশূরর সময়র উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং পরবর্তী কাল এই সব সনাতনী হিন্দু রাজাদর রাজত্ব ক্ষত্রিয় , বৈশ্য না থাকার কারণ এবং রাজা বল্লাল সনর আমল তার সাথ হওয়া বিরাধর কারণ এবং মতান্তর তৎকালীন বঙ্গ লঘু হায় যাওয়া জাতিভদ প্রথার পুনরায় অতি-সংরক্ষণশীল বিন্যাসর বিরাধিতা কার সন্ন্যাসবাদী হিন্দু-মতর পক্ষ সওয়ালী করায় তাদর বহিস্কৃত হাত হয়।এর ফল তাদর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এমন অবনতি হয় য তার উন্নতি না কার এ কথা প্রচার কারল বিশষ লাভ হাতা না।সইজন্য প্রথম বা আদি স্বজ-সন্ত এই পুনর্জাগরণর প্রস্তুতির কাজ ব্যস্ত ছিলা। মানব সভ্যতায় ইহা অন্যতম শ্রষ্ঠ জাগরণ।তব তামাদর শ্রুতিত বহন কার বড়ানা পরমশ্বরর কথাই বলছ -

স।অর্থাৎ সন্ন্যাসবাদী,অগ্নিশুদ্ধি ও স্বদীক্ষিত হওয়ার কথা ।স কখনও অবতার বা গুরুবাদর কথা বল নি।

¶

স:স: আমরা স্বর্গ থক পতন ও নিজদর মধ্য বিভদ সৃষ্টিক কী কার বুঝবা?

ভা: এ ব্যাপার সবই স্মৃতকথায় বলা আছ।স্রষ্টা অর্থাৎ ব্রহ্ম পরমশ্বর,নারী ও পুরুষ সত্ত্বাদর সৃষ্টি কারলা। অর্থাৎ ঋষি ও উর্বশীগন।পরমশ্বর তাদর কাছ সত্ত্বা হিসাব বিকশিত ও উপলব্ধ হওয়ার ইচ্ছ প্রকাশ করায় তারাও একইরকম অনুভব কর এবং নিজদর সিদ্ধান্তই যীনতা ও জন্ম-মৃত্যুর চক্র আবদ্ধ হায় মর্ত্তধাম জন্মগ্রহণ কর।
এখানও তাদর জীবন স্বর্গর মতই ছিলা।একটি আদি-ভাষায় তারা নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাব স্তাত্র ও শ্লাক রচনায় মগ্ন হয়। এইভাবই প্রথম বদাদি গ্রন্থসকল লিখিত হয়। সখান সব সৃষ্টি-সুক্তই আদিত ছিলা গাত্র ভিত্তিক ।ঋষিদর নাম হইত গাত্র-গুলি হইয়াছ।পর তাহারা বিভিন্ন প্রান্ত ছড়াইয়া যায় ও ভার্হুৎ-ভূমি বা ভারতর সর্বত্র বসবাস করিত আরম্ভ কর।তাহারা গাত্র-সমূহর গাষ্ঠীত একত্রিত হইয়া বিভিন্ন নাম ধারণ কর। এইভাব ক্রমশ বিশ্লিষ্ট হায় শয়তানর প্রভাব তারা ভাগ-সমৃদ্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপার সচতন হাল আদি-ভাষা সংস্কৃত হায় একটি গূঢ়-ভাষার সৃষ্টি হয়।এর পর অন্য ভাষাগুলি সৃষ্টি হাল তা-দর মধ্য বিরাধ ও যাগাযাগর বাধা উৎপন্ন হায় তারা ক্রমশ আরা বশী কার শয়তানর বশীভূত হায় পড়।তারা ক্রমশ নারীর ভূমিকা হ্রাস কর এবং নিজ-দরক পশার নাগপাশ আবদ্ধ কার নিজদর সৃষ্ট দাসত্ব বদ্ধ ও অনন্যাপায় হায় জাতিভদ প্রথা সৃষ্টি কর।এবং এর থক মুক্তির উপায় না দখ ক্রমশ গাষ্ঠীগুলি নিজদরক উত্তম ও অন্যদরক হীন ভব ঘৃণার দর্শনর পঙ্ক নিমজ্জিত হায় আ-ছ।এই অধ্যায়টিই মানুষর উপলব্ধিত স্বর্গ থক পতনর ।

¶

স:স: কিন্তু একটি জাতি নাম কি সবারই প্রয়াজন নয়? সবকিছুই ত' এখান জাতি বা বর্ণ-নাম হায় থাক !

ভা: প্রথমত আমি তামাদর ,নমঃস্বজ বা স্বজ বা যারা ঘৃণা বা অবজ্ঞা-সূচক নমঃশূদ্র দ্বারা পরিচিত তাদর কথা বলি । না তামাদর কানা জাতি নাই। - তামরা গাষ্ঠী-নাম পরিচিত হব ।কারণ তামরা বর্ণ-বাদ বা জাতিবাদ বিবর্জিত সন্ন্যাসবাদী-একশ্বরপন্থী হিন্দু ।শ্রী শ্রী হরিচাদঁ বা তামাদর সপ্ত-ঋষি বা সাতসন্ত বা স্বজ-সন্ত-গন সবার সাধনায় এই তামাদর পথ।বিচ্যুতি হায়ছ তব তা অতি শীঘ্রই তামরা নিজরাই সংশাধিত কার নব ।তামাদর শিক্ষিতদর মধ্য থক অতিশীঘ্র এ ব্যাপার আহ্বান আসব এবং তামরা এক স্বর্গীয় উপলব্ধিত তা মন নব।

নামর প্রসঙ্গ এই জনা , জগৎ নাম চল অতএব নাম থাকবই ।লক্ষ্য কার - দখব সকলরই নাম আছ ।কউ কউ একথা বল গালাপ হালা গালাপ ।কিন্তু - গালাপক কানা প্রচলিতা অর্থর ঘৃণা বা নাংরা বাঝায় এরকম শব্দ-দ্বারা চিহ্নিত কারল গালাপর সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জনা তাদর মনর নাংরা দ্বারা কলঙ্কিত হব। তব - তামরা নিজদর ক্ষত্র এই ধরণর নাংরামির অজস্র নিদর্শন ছড়িয় রখছা এবং বহন কার চলছা।তামরা সই শয়তানর প্রভাব থক মুক্ত হও ,এই পরমশ্বরর ঐকান্তিক ইচ্ছ ।ঈযাতাহা।

¶
স:স: কানা বিশষ ধর্মীয় সভা বা রীতি কি আদিষ্ট হায়ছ আমাদর উপর ?
ভা: না। সবার সাথ সামাজিক ভাব অংশগ্রহণ কারব একথা আগও বলছি ।- তামদর য সমস্ত মঠ আছ সসবর পদযাত্রায় অবশ্যই অংশ নব ।আর অংশ - নব তামাদর আদি-সন্ত-গুরুর মঠ ও বাৎসরিক অনুষ্ঠানর পদযাত্রায়।তব শান্ত ও সুশৃঙ্খল ভাব ; পুরানা বা প্রাথমিক রীতির সাথ সাথ সময়াপযাগী হও । একথাই স্মৃতকথায় বিধৃত আছ,।
এবং তামরা অবশ্যই যত ক্ষুদ্র আকারই হাক ,সামর্থ্য যত সামান্যই হাক না কন সমাজসবার জন্য 'বিভাস' পরিচালনা কারব ও অগ্নিসংস্কার আয়াজন - কারব ;তব সখান কানা প্রচার থাকব না।

¶
স:স: অনক বিশষ গ্রন্থর উল্লখ কার কানটি শ্রষ্ঠ - এই মীমাংসা চায়! এ ব্যাপার আমাদর কী কর্তব্য ?
ভা: নমঃস্বজদর (বা তাচ্ছিল্য নমঃশূদ্র বা বহিস্কৃত হিসাব চন্ডাল) জন্য 'স্মৃতকথা' আদিষ্ট হালা! আর ধর্ম কানা শ্রষ্ঠত্বর লড়াই নয় !সর্বশ্রষ্ঠ ধর্ম-গ্রন্থ্ বল কিছু হয় না।ওসব অলীক কল্পনা বা সানার পাথরবাটী! ধর্ম বিতর্কও নয়।পাঁচহাজার বছর'ও তামরা যা পাও নি তার জন্য পরমশ্বর তামাদর জন্য এবং তামাদর মধ্য দিয় তার সমস্ত সন্তানদর প্রতি এক নির্দশিকা ও বদাদি সহ্ অন্য সকল শাস্ত্রর এক সারাৎসার উপস্থাপিত কারছ্ ।তামরা এর প্রতি নিষ্ঠাবান হও।শ্রষ্ঠ ধর্ম বা ওই ধরনর অন্য কিছুর জন্য লালায়িত হায়া না।

¶
স:স: 'নির্বাচিত গাষ্ঠী' - এর অর্থ কি ?
ভা: ব্রহ্ম পরমশ্বররর সৃষ্টিত কউ'ই নির্বাচিত নয়। 'স্মৃতকথা'য় এরকম কানা - কানা গাষ্ঠী নই ।অনক এরকম দাবি কারত পার তব তা নহাৎ'ই তাদর নি-জদর স্বার্থ-প্রণাদিত।যারা এত সফল তারা তাদর রচিত ইতিহাস এর জন্য বিশষ জায়গাও পত পার।তাদর গাষ্ঠী-স্বার্থর জন্য এটা সাময়িকভাব ভালা হ্যত পার তব এত সামগ্রিক 'মানবহিত'এর কানা জায়গ নই ।সইজন্য পরমশ্বর - তামাদর জন্য দুটি শব্দ-মাত্র সৃষ্টি কারছ ।এটা তামাদর আত্মার অবলম্বন হব ।ব্রহ্ম পরমশ্বর তামাদর আত্মবিশ্বাশর কথা বলছ ,আত্মমর্যাদার কথা বলছ ।এছাড়া গুনী হয় না ; মানুষ হয় না।পরমশ্বররর সৃষ্টিত সবমানুষই তার সন্তান, সখান স্বার্থপ্রণাদিত গালগল্পর কানা স্থান নই।

¶
স:স: কউ যদি বিশষ ভক্ত-সম্প্রদায়র সদস্য হয় তব তার কী কর্তব্য?
ভা: দখ তদর গুরু বা অবতার'ও আছ , আর তামাদর আছ ব্রহ্ম পরমশ্বর ।ওসব তামরা সমাজিক অনুষ্ঠান যাঁথভাব কারব।কিন্তু তাদর'ও আদিষ্ট পরিচয় নমঃস্বজ এবং আদিষ্ট গ্রন্থ 'স্মৃতকথা' বা তাদর সংকলন অর্থাৎ স্বজসন্তকথা

।সকলই বৃণহ ধারণ কারব তব প্রদর্শন কারব না ।তামাদর কানা অবতার বা গুরুবাদ নই ।

¶

স:স: কিন্তু কানা একটি প্রতিষ্ঠান বা ধর্মগুরুর কি প্রয়াজন নই ?

ভা: প্রতিষ্ঠান ‘বিভাস’; একমাত্র কাজ শিক্ষা ও মানবসবা। এছাড়া তামাদর আদি-সন্ত-গুরু শ্রী শ্রী হরিচাদঁ ঠাকুর এর প্রতিষ্ঠান আদি হিসাব স্বীকৃত, তব একথা বিস্মৃত হব না য তা একটি বিচ্যুত প্রতিষ্ঠান(বৈষ্ণব ও বাউল,ইত্যাদির সাথ মিশ গছ ,এটা শ্রী হরিচাদঁ ঠাকুর এর প্রচার ছিলা না ।)কালক্রম সবাই মূল স্মৃতকথা’ই পালন কারব।

তক্ষধ
ধ

সরতভশধ

তক্ষধ
ধ